নভেম্বর মাস
পরলোকগত ভক্তবৃন্দের মাস

প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪১ ❖ ১৬ - ২২ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নোস্ত্রা এতাতে "আমাদের যুগে" : এর ষাট বছর

বর্তমান যুগে কী বলছে আমাদের?

আতঙ্কের নাম ককটেল বিস্ফোরণ

তমসার ঐ পরপারে চির জ্যোতির মাঝারে, পরম পিতার স্নেহ-বক্ষে তুমি আছো

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার প্রিয় স্ত্রী, সন্তান, নাতি-নাতনি, পরিবার পরিজনসহ অসংখ্য প্রিয়জনদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ১ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ আনুমানিক ভোর ৬ ঘটিকায় না ফেরার দেশে চলে গেছো। তোমাকে ছাড়া আমাদের ঘর শূন্য, তোমার স্পর্শ আজও পরিবারে জড়িয়ে আছে। তুমি আমাদের শিখিয়েছো কিভাবে অপরকে ভালোবাসতে ও সহযোগিতা করতে হয়। আমাদের আশীর্বাদ করো যেন আমরা তোমার শেখানো দক্ষতা ও গুণাবলী অনুসরণ করে আদর্শ জীবন যাপন করতে পারি।

আমরা বিশ্বাস করি, তুমি স্বর্গে পরম যত্নে ও আনন্দে আছো।
ঈশ্বর তোমাকে চির শান্তি দান করুন।

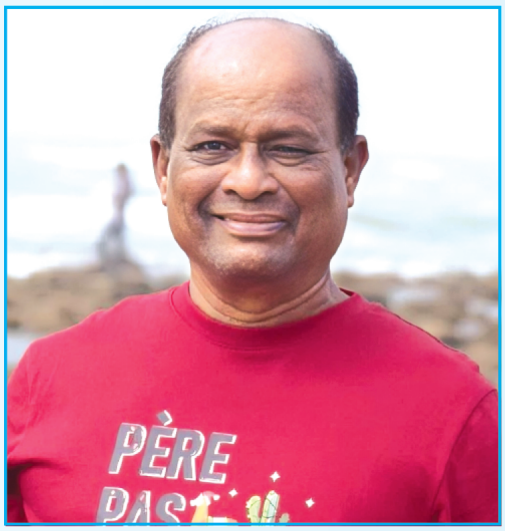

রবিন মার্টিন মনোহর গমেজ
জন্ম : ২ মার্চ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

তোমার শোকার্ত পরিবার

স্ত্রী : রেনু ফিলোমিনা পেরেরা
মেয়ে ও মেয়ের জামাই : জ্যাকলিন গমেজ ও পংকজ গমেজ
ছেলে ও ছেলের বউ : রেনেট গমেজ ও ডেইজি ডায়েস
নাতনি : লরা পলিন গমেজ
নাতি : লোগান ফিলিপ গমেজ

মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিজ্ঞ/২৬৬/২৫

সুখবর ! সুখবর ! ! সুখবর ! ! !

পাওয়া যাচ্ছে – দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৬, (Bible Diary - 2026), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, ক্রুশ, মেডেল, বড়দিনের কার্ড, গোশালা ঘর। এছাড়াও রয়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন মূল্যবান বই। শীঘ্রই পাওয়া যাবে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার। অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ৪১
১৬ নভেম্বর - ২২ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
০১ অগ্রহায়ণ - ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সম্প্রীতির বাংলাদেশ রক্ষায় আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব

বাংলাদেশ শান্তি ও সম্প্রীতির দেশ। বাংলার সম্প্রীতিকে সম্মান-শ্রদ্ধা দেখিয়ে এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে আরো গতিশীল করার আহ্বান জানিয়ে বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মন্ত্রণালয়ের প্রিফেক্ট তথা মন্ত্রী ও তাঁর দল বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময়ে তারা মিলিত হয়েছিলেন বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের সাথে যারা আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে সমস্যা সমাধান ও সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার বলে উল্লেখ করেছিলেন। ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বের বাংলাদেশ সফরের একমাস যেতে না যেতেই বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেট এলাকায় অবস্থিত তেজগাঁও জপমালা রাণী ধর্মপল্লী, এরপরে খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মীয় স্থান সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল ও আর্চবিশপ ভবনে এবং পরবর্তীতে ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেন্ট যোসেফ স্কুল ও কলেজে ককটেল হামলার শিকার। কেউ নিহত বা আহত না হলেও বাহ্যিক কিছু ক্ষতিতো হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে ক্ষতি হলো আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের ভাবমূর্তির। এসব ঘটনায় সম্প্রীতির বাংলাদেশ বলা যাবে কিনা তা-ও আজ প্রশ্নের সম্মুখীন! কিন্তু কেন খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ককটেল হামলা- এ প্রশ্ন অনেকের। এটি কি নিছক ভয় দেখানোর জন্য আক্রমণ নাকি কোন বিশেষ ব্যক্তি/গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা অথবা খ্রিস্টান সংখ্যায় কম তাই তাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তা-ই করা যায়-এমন মনোভাব। এই তিনটি কারণের একটিও যদি হয় তাহলে তা সম্প্রীতির বাংলাদেশ ও জাতির জন্য অশনি সংকেত।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ-সংখ্যায় ক্ষুদ্র হলেও ইতিহাসে, সংস্কৃতিতে ও মানবসেবায় তাদের অবদান অপরিসীম। এই ভূমিতে শত শত বছর ধরে খ্রিস্টান সম্প্রদায় অন্যান্য ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সাথে সহাবস্থান করে এসেছে পরম সম্প্রীতি ও শান্তির বন্ধনে। স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা, সমাজসেবা ও মানবকল্যাণমূলক প্রতিটি ক্ষেত্রে খ্রিস্টান সমাজের অবদান আজও গর্বের সাথে স্মরণীয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গির্জা, খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থাপনায় ককটেল হামলার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনাগুলো গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুধু খ্রিস্টান সমাজকেই নয়, পুরো জাতিকেই আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়কে ভয় দেখিয়ে কিংবা আতঙ্ক সৃষ্টি করে কখনো শান্তি ও মানবতার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

এই পরিস্থিতিতে সরকারের পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও সতর্ক, দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পাশাপাশি, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের আহ্বান করতে হবে সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বার্তা ছড়িয়ে দিতে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি-বাংলাদেশ সম্প্রীতির দেশ, সহনশীলতার দেশ। এখানে সব ধর্মের মানুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একসাথে বসবাস করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। তাই বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদের সকলের উচিত ভয় নয়, ভালোবাসা ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া।

সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আমরা আহ্বান জানাই-এই হামলাগুলোর দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করুন। একই সঙ্গে গির্জা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করা এখন সময়ের দাবি। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ-ধর্মীয় নেতা, শিক্ষাবিদ, তরুণ ও নাগরিক সমাজ-সকলকেই সম্প্রতি ও শান্তি রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে–শান্তি কোনো বিলাসিতা নয়, এটি আমাদের টিকে থাকার পূর্বশর্ত।

আমরা বিশ্বাস করি, সহনশীলতা, মানবতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ তার প্রকৃত রূপে আবারও শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। †

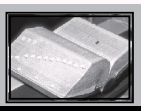

তোমাদের কর্তব্যনিষ্ঠাই তোমাদের রক্ষা করবে।
(লুক ২১: ১৯)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

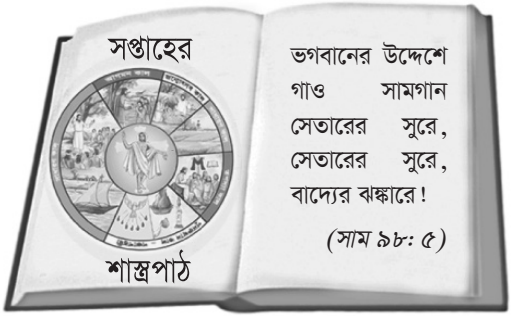

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৬ নভেম্বর - ২২ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

১৬ নভেম্বর, রবিবার
সাধারণকালের ৩৩শ রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
মালখি ৩: ১৯-২০ক, সাম ৯৮: ৫-৯, ২ থেসা ৩: ৭-১২, লুক ২১: ৫-১৯ *(৯ম বিশ্ব দরিদ্র দিবস)*

১৭ নভেম্বর, সোমবার
সাধারণকালের ৩৩শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
হাঙ্গেরীর সাধ্বী এলিজাবেথ, সন্ন্যাসব্রতী, *স্মরণ দিবস*
১ মাকা ১: ১০-১৫, ৪১-৪৩, ৫৪-৫৭, ৬২-৬৪, সাম ১১৯: ৫৩, ৬১, ১৩৪, ১৫০, ১৫৫, ১৫৮, লুক ১৮: ৩৫-৪৩

১৮ নভেম্বর, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ৩৩শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
প্রেরিতদূত সাধু পিতর ও পলের মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
২ মাকা ৬: ১৮-৩১, সাম ৩: ১-৬, লুক ১৯: ১-১০ *অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* শিষ্য ২৮: ১১-১৬, ৩০-৩১, সাম ৯৮: ১-৬, মথি ১৪: ২২-৩৩

১৯ নভেম্বর, বুধবার
সাধারণকালের ৩৩শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
২ মাকা ৭: ১, ২০-৩১, সাম ১৭: ১, ৫-৬, ৮, ১৫, লুক ১৯: ১১-২৮

২০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ৩৩শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
১ মাকা ২: ১৫-২৯, সাম ৫০: ১-২, ৫-৬, ১৪-১৫, লুক ১৯: ৪১-৪৪

২১ নভেম্বর, শুক্রবার
সাধারণকালের ৩৩শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
ধন্যা কুমারী মারীয়ার নিবেদন, *স্মরণ দিবস*
সাধু-সাধ্বীদের বাণীবিতান থেকে: জাখা ২: ১৪-১৭, সাম লুক ১: ৪৬-৫৫, মথি ১২: ৪৬-৫০

২২ নভেম্বর, শনিবার
সাধারণকালের ৩৩শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
সাধ্বী সিসিলিয়া, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর, *স্মরণ দিবস*
১ মাকা ৬: ১-১৩, সাম ৯: ১-৩, ৫, ১৫, ১৮, লুক ২০: ২৭-৪০ অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* প্রত্যা ১৯: ১, ৫-৯ক, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, যোহন ১২: ১-৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৭ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৭৫ ফা. ফ্রান্সেস্কো গেজ্জী, পিমে (দিনাজপুর)

১৮ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৬ ফা. রেমন্ড সুটালস্কি, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৬ সি. মেরী বার্নাডেট, আরএনডিএম

১৯ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৮৪ ব্রা. আন্তনী রিচার্ড, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সি. এডলিন গনছালবেস, এলএইচসি (বরিশাল)

২০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৭ ফা. এমি দুক্লোস, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২১ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৪৬ ফা. ম্যাথিও কার্নস, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮০ ফা. ফ্রান্সেস্কো ভিল্লা, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৭ ফা. এডওয়ার্ড ভেটজাল, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ সি. এ্যান পল, সিএসসি (ঢাকা)

২২ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯৪৯ ফা. জ্যাঁ দে মনতিনি, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ সি. আসুন্তা কারাররা, পিমে
+ ২০১৩ ফা. জুলিয়ান রোজারিও (রাজশাহী)

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১২ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলোতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় ঢাকার আর্চবিশপের নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ

গত ৭ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রাত ১০:২০ মিনিটে ঢাকার কাকরাইলে অবস্থিত খ্রিস্টানদের প্রধান উপাসনালয় ও প্রধান ধর্মগুরুর বাসভবন যথাক্রমে সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল গির্জা ও আর্চবিশপ ভবনের গেইটে ককটেল বোমা নিক্ষেপ এবং বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। গেইট বন্ধ থাকায় কারা এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের তথ্যমতে, ১০:২০ মিনিটের দিকে তারা বিকট শব্দ শুনতে পায় এবং মূল গেইটের কাছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পায়। বিস্ফোরণের শব্দে আশেপাশে সকলের মনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সাহসী ও উৎসুক জনতা ধীরে ধীরে ঘটনাস্থলে জড়ো হতে থাকে। খবর পেয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট অতি দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান কাজ শুরু করেন। গির্জার প্রধান ফটকে এখনও বিস্ফোরণের চিহ্ন স্পষ্ট দৃশ্যমান। এছাড়াও ঘটনাস্থল থেকে একটি অবিস্ফোরিত ককটেল বোমা আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত বাহিনী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা উদ্ধার করা হয়।

একই দিনে একই ধরণের ঘটনা ঘটে দিবাগত রাত ২ টায় (৮ নভেম্বর, ২০২৫) মোহাম্মদপুরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ও সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেন্ট যোসেফ স্কুল এণ্ড কলেজে। রাত ২টায় প্রতিষ্ঠানের ৩নং গেইটের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় দুইটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। ঐ সময় মোহাম্মদপুর এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় দুর্বৃত্তদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, গত ৮ অক্টোবর রাত ১০টা ১ মিনিটে ঢাকার তেজগাঁও-এ অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রাচীন হলি রোজারী গির্জায় ককটেল বোমা নিক্ষেপ ও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায়, দুষ্কৃতিকারীরা দু'টি মোটরসাইকেল যোগে গির্জার প্রধান ফটকের সামনে এসে গির্জা লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করে দ্রুতবেগে পালিয়ে যায়। এই বিস্ফোরণে বিকট শব্দ ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী তৈরি হয়। বিস্ফোরণের শব্দে আশেপাশে সকলের মনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোসহ যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাপুরুষোচিত এই ককটেল হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাই। এ দুর্ঘটনাগুলো জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি সহ অনেক প্রশ্নের উদ্রেক ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশের খ্রিস্টানগণ এই ঘটনায় ভীষণভাবে আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। বিগত তিনশত বছরেরও বেশী সময় ধরে ঢাকাতে বিশেষভাবে তেজগাঁও এলাকায় খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর বসবাস। বাংলাদেশে বিদ্যমান গির্জাগুলোর মধ্যে সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল প্রধান গির্জা এবং তেজগাঁও গির্জাটি প্রাচীনতম হওয়ায় তা দেশি-বিদেশী খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত, গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার পবিত্র স্থান। অন্যদিকে সেন্ট যোসেফ স্কুল এণ্ড কলেজ যুগ যুগ ধরেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথার্থ ও প্রকৃত শিক্ষাসেবা দিয়ে জাতিকে শিক্ষিত ও যোগ্য নাগরিক উপহার দিচ্ছে। নগরায়নের ফলে ঢাকায় খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর বড় অংশই কাকরাইল, তেজগাঁও ও মোহাম্মদপুর এলাকায় বসবাস করেন। এছাড়াও এই এলাকাগুলোতে চার্চ পরিচালিত সুনামধন্য বিভিন্ন স্কুল, হাসপাতাল ও সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও অগ্রহণযোগ্য।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ আমাদের এই প্রিয় দেশ ও জনসেবায় অনন্য অবদান রেখে চলেছে। খ্রিস্টান সমাজ বরাবরই শান্তিপ্রিয় এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমতাবস্থায় খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চত্বরে এই আক্রমণ ও হামলা একদিকে যেমন আতঙ্ক সৃষ্টি করে অন্যদিকে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। উল্লেখ্য, গত ২০০১ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর গির্জায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ১০ জন খ্রিস্টবিশ্বাসীর মৃত্যু ও ২৬ জন আহত হওয়ার ঘটনার সুবিচার এখনও সম্পন্ন হয়নি। একইভাবে, উপরোক্ত ঘটনাগুলোরও যদি দ্রুত ও সঠিক অনুসন্ধান এবং মূল হোতাদের চিহ্নিত ও আইনের আওতায় আনা না হয় তাহলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে উসকে দেয়ার ভয় আছে এবং সংখ্যালঘু খ্রিস্টানগণ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বাস করবে।

এই প্রেক্ষিতে, ঢাকা ধর্মাঞ্চলের সমগ্র খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি সবিশেষ আহ্বান; যেন উপরে উল্লেখিত স্থানগুলোতে (কাকরাইল চার্চ, সেন্ট যোসেফ স্কুল এণ্ড কলেজ ও তেজগাঁও চার্চ) ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনার ব্যাপারে দ্রুত আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হয় এবং খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসীসহ সকল ধর্মের বিশ্বাসীগণ যেন নির্ভয়ে তাদের জীবনযাপন ও ধর্মপালন করতে পারে সেজন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

+ বিজয় ডি'ক্রুজ, ওএমআই
আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই
আর্চবিশপ, ঢাকা।

নোস্ত্রা এতাতে "আমাদের যুগে": এর ষাট বছর বর্তমান যুগে কী বলছে আমাদের!

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

আমরা না হয় শুরু করি এই প্রশ্ন দিয়েই! কী বলছে আমাদের? উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলগুলোর কথা বলি এইভাবে স্বীকার করতেই হবে যে, এই মহাসভা প্রথমত আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন এনেছে এবং সেই মনোভাব অনুসারেই অর্থপূর্ণ পরিবর্তন।

"আমাদের যুগে": এটি একটি ল্যাটিন শিরোনামের বাংলা অনুবাদ। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার প্রত্যেকটি দলিলের শিরোনাম ল্যাটিন ভাষায়। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ" বইটিতে উল্লেখিত "অখ্রিস্টান" শব্দটি বাদ দিলাম সংগত কারণেই! অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের সাথে কাথলিক মণ্ডলীর সম্পর্ক বিষয়ক যে ঘোষণাপত্রটি, তার শিরোনামটিও ল্যাটিন ভাষায়: ***Nostra Aetate*** যার আক্ষরিক অর্থ "আমাদের যুগে"। আমাদের বিবেচ্য বিষয় হল, এই ঘোষণাপত্রটি আমাদেরকে কী বলছে? মনোভাব, কার্যক্রমগুলো কি কি? কী চেতনা-প্রেরণা আমাদের জন্য? নিম্নে এই শিক্ষাবাণী, চেতনা-বাণী, প্রেরণাবাণীগুলোই উল্লেখ করা হল:

(১) একটি নতুন চেতনা: আমরা সবাই, জাতি ধর্ম-বর্ণ আমরা সবাই মানুষ, আমাদের একটি পরিচয়; তা হলো আমরা সবাই মানুষ; রক্ত-মাংসের মানুষ; আমাদের রয়েছে বিবেক। আমরা সবাই ঈশ্বরের সৃষ্ট। তাই আমাদের উৎস এক ঈশ্বর; আর আমাদের অভিষ্ট গন্তব্যস্থানও ঈশ্বর।

(২) সত্য ও বাস্তব: আমাদের রয়েছে ভিন্নতা; কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা এবং আরো। ঘোষণাপত্রটি বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন ধর্মের প্রতি, ধর্মের মানুষগুলোর প্রতি আমাদের মনোভাব, আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়টিই তুলে ধরে।

(৩) প্রধান ও মূল চিন্তা এবং কাথলিক মণ্ডলীর সরাসরি উক্তি: বিভিন্ন ধর্ম তথা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ--- "এই সকল ধর্মে যা-কিছু সত্য ও পবিত্র তার কিছুই কাথলিক মণ্ডলী বর্জন করে না" *("আমাদের যুগে" অনুচ্ছেদ ২,#২)*। অতএব, কাথলিক চার্চ স্বীকার করে যে, অন্যান্য ধর্মের মধ্যে সত্য-সুন্দর-পবিত্র অনেক কিছুই রয়েছে। সুতরাং বৈরিভাব নয়, হিংসা-বিদ্বেষ নয়, পক্ষান্তরে, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব।

(৪) তবে ভিন্নতাগুলো কোথায়? ধর্মীয় আচরণ, উপাসনার ধরণ, ঐতিহ্যসমূহ, এগুলোর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে এবং কাথলিক মণ্ডলী তা স্বীকার করে ও মেনে নেয়। ভিন্নতাগুলো নিয়েই বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব।

(৫) অন্যান্য ধর্মের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্পদ: **হিন্দু ধর্ম;** মানুষ ঐশরহস্য উদ্‌ঘাটন করে এবং তা প্রকাশ করে পৌরাণিক কাহিনীর সীমাহীন সম্পদে এবং সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত দর্শনের মধ্যে। কৃচ্ছ্রসাধন, গভীর ধ্যান এবং আস্থা ভালোবাসাসহ ঈশ্বর নির্ভর করার মাধ্যমে হিন্দু ভাইবোনেরা বর্তমান জীবনের নানা সংঘাত থেকে মুক্তির অন্বেষণে চলমান সাধনা করে (অনুচ্ছেদ ২, # ১) **বৌদ্ধ ধর্ম:** পরিবর্তনশীল এই জগতের অযথার্থতার কথা বলে। এমন এক জীবনযাত্রার কথা বলে যার

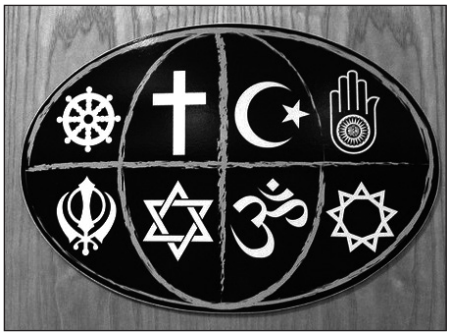

মাধ্যমে প্রত্যয় ও বিশ্বাস সহকারে মুক্তির অবস্থা লাভ করতে পারেন এবং নিজের চেষ্টায় অথবা ঐশসহায়তায় পরম বোধি লাভ করতে পারেন (অনুচ্ছেদ ২,#১)।

ইসলাম: এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী, যিনি সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা। আব্রাহামের মতো বিশ্বাসী হয়ে নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সঁপে দিতে মুসলমান ভাইবোনেরা সাধনা করেন। যিশুকে ঈশ্বর হিসাবে স্বীকৃতি না দিলেও, তারার যিশুকে একজন প্রবক্তা হিসাবে মানে। অধিকন্তু, তারা শেষ-বিচার, স্বর্গ-নরক, অনন্তজীবন স্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন।

ইহুদী ধর্ম: কাথলিক মণ্ডলী বিশ্বাস করে যে, ইহুদী ধর্মের পবিত্র শাস্ত্রে উল্লেখিত ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনায় কুলপতিগণ, মোশী ও প্রবক্তাগণের ভূমিকা। বিশ্বাস করে, সকল খ্রিস্টভক্ত; যারা বিশ্বাসের মানুষরূপে কুলপতি আব্রাহামের সন্তান *(গালাতীয় ৩:৭)*। তারা সেই একই কুলপতির অন্তর্ভূক্ত। পুরাতন নিয়মের মুক্তির ইতিহাস কাথলিক মণ্ডলী স্বীকার করে, বিশ্বাস করে।

আমাদের করণীয়:

- বিভিন্ন ধর্মের ভাইবোনদের সাথে সুন্দর ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ করা।

- তাদের সাথে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলা, আমাদের ধর্মীয় উৎসবগুলোতে অন্যান্য ধর্মের ভাইবোনদের ভ্রাতৃনিমন্ত্রণ ব্যবস্থা করা।

- তাঁদের উৎসবগুলোতেও আমাদের অংশগ্রহণ ব্যবস্থা করা।

- কোন কোন সেবাকাজ আন্তঃধর্মীয়ভাবে সম্পাদন করা।

- যা কিছু এই সম্পর্কের বিপরীত, তা একদম বর্জন করা।

একটি অপ্রিয় সত্য ও বাস্তব; দুর্নীতি বেড়েই চলছে; হিংসা-বিদ্বেষ তো আছেই; ক্ষমতা, পদে ও আসনের লোভ ও বড়াই তো আছেই এবং লোমহর্ষক আরো অনেক কিছুই, গোটা পৃথিবীতে, গোটা বাংলাদেশে। এর মধ্যেই আমরা হয়ে উঠি অন্ধকারের মধ্যে সম্প্রীতির আলোকবর্তিকা।

তবে, যিশুই যে পথ, সত্য ও জীবন; তিনিই যে একমাত্র পরিত্রাতা, এই ধর্মবিশ্বাসে আমাদের প্রত্যয় সহকারে স্থির থাকতেই হবে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য প্রথমে নিজের ধর্মবিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতেই হবে। তাছাড়া এও সত্য ও একান্ত প্রয়োজনীয় যে, অন্যান্য ধর্ম বা কৃষ্টি সংস্কৃতির সাথে সংলাপ-সম্প্রীতির পূর্বে নিজেদের মধ্যে, নিজের ধর্মবিশ্বাসী ভাইবোনদের সাথে, তথা আপন পরিবার, সমাজ ও সম্প্রদায়ের সাথে থাকতে হবে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, সম্প্রীতি! ষাট বছর পূর্ণ হল! আসুন "দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ" বইটি পাঠ করি; বিশেষভাবে "আমাদের যুগে" ***(Nostra Aetate)*** ঘোষণাপত্রটি পাঠ করি, ব্যক্তিগতভাবে, অন্যান্যদের সাথে পরিবারে, সমাজে, ধর্মক্লাসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং এর শিক্ষাবাণীগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করি, প্রতিদিন আপন আপন বাস্তবক্ষেত্র অনুসারেই।

পবিত্র বাইবেল ও তার জীবনদায়ী বাণী

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

পবিত্র বাইবেলের বাণী ঈশ্বরকে চিনতে শেখায়, তাঁর পবিত্র ও শান্তিময় নির্দেশ আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়, যিশুর জীবন ও তাঁর জীবনব্যাপী শিক্ষা আমাদের হৃদয়কে প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ করে। এই বাণীর আরাধনায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়, এই বাণীর আলো সঠিক পথ নির্দেশ করে, আমাদের শুদ্ধ আচরণ করতে শেখায়, এই বাণীতে প্রভাবিত হয়ে আমাদের আত্মা পবিত্র ও নিরাময় হয়, নৈতিকতায় ও সততায় জীবন গড়তে সাহায্য করে। অথচ আমাদের সন্তানেরা এখন পবিত্র বাইবেল থেকে দূরে আছে, এর বাণীর যেই আলো ও আধ্যাত্মিক শক্তি তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। এই দায় তাদের নয়, এই দায় আপনার ও আমার, এই দায় সমাজ, মণ্ডলী এবং ধর্মগুরুদের। আমরা আমাদের সন্তানদের সকল চাওয়া পূরণ করার চেষ্টা করলেও একটি বারের জন্য এই শক্তিশালী বাণী পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না। অথচ এই বাণীতেই আমাদের সন্তানের জীবন সমৃদ্ধ ও সুখকর হয়ে উঠতে পারে।

দেখুন তো, মনে পড়ে কিনা-ছোটবেলায় আমরা বাবা মায়ের সাথে সন্ধ্যায় একত্রে রোজারি প্রার্থনায় বসতাম, সেখানে অনেক উৎসাহ ও গর্ব নিয়ে আমরা ছোটরাও পবিত্র বাইবেলের বাণী পাঠে অংশ নিতাম। সেই বাণীর ভাষার মধ্যে এমন এক দিব্য জ্যোতি বিরাজ করে, যা আমাদের মন প্রাণ ভরে যেতো, ভিন্ন রকম একটা অনুভূতি কাজ করতো। এখন আমরা এই অনুভূতি সন্তানদের মনে জাগিয়ে তুলতে পারছিনা। আদিপুস্তক থেকে শুরু করে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত যে ঐশরিক জ্ঞান প্রজ্ঞা ও জীবন পরিত্রাণ এবং তাৎপর্যের বিবরণ রয়েছে। তাই জগতের সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেও জীবনে যে পবিত্র বাইবেল পাঠ করেননি তার জীবন অপূর্ণই থেকে যাবে। কারণ "ঈশ্বর জগতকে এতো ভালোবাসলেন যে, নিজের একমাত্র পুত্রকে এ জগতে পাঠালেন, যাতে যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে যেন বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়" *(যোহন ৩:১৬)*। আমাদের সন্তানেরা যখন হতাশায় ভোগে, যখন রাগে-দুঃখে নিজের মাথার চুল ছিড়ে ফেলে, যখন অভিমানে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে তখন তাদের হাতে ঐশ করুণার বাণীর আধার পবিত্র বাইবেল তুলে দিন, এই বাণীই তাদের স্বস্তি, শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাবে।

পবিত্র বাইবেল পাঠ করলে আমরা নিজেকে চিনতে পারি আর এইভাবে ভাবতে পারি "আমি যিশুর মেষ! তিনি নিজ হাতে আমাকে প্রতিপালন করেন, যেভাবে একজন রাখাল তার মেষগুলোকে অতি যত্নে চারণভূমিতে বিচরণ করান, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, অন্ধকার নামার আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনেন। আমি যতবার তাঁর উপর ভরসা করি, তিনি আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, আমার ভয়-ভাবনা দূর করেন। চলার পথে যিশু আমার আগে পথ হাঁটেন, আমি তার কণ্ঠ শুনে শুনে তাঁর পিছনে পথ হাঁটি। বিপদকালে তিনি আমাকে আগলে রাখেন, তাঁর প্রতি বিশ্বাসই আমাকে নিরাপত্তা দেয় "যতক্ষণ আমরা পবিত্র বাইবেল না পড়বো ততক্ষণ আমাদের মনে এই সকল উপলব্ধি আসবে না।

যারা সন্তানদের ও নিজেদের নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় থাকি তাদের জন্য- "কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ববিষয়ে প্রার্থনা ও মিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচ্না সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর। তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে" *(ফিলিপীয় ৪:৬-৭)*। তাই আসুন, সন্তানদের হাতে একটি করে বাইবেল তুলে দিই এবং তা পড়ার অভ্যাগ ও খ্রিস্টীয় আদর্শে জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করি।

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-১১৮/৫, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"**-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৭/১০/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত, ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, অত্র সমিতির **"২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** আগামী ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায়, মহাখালী চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ক-১১৮/২০, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব, "২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা" সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে সম্পাদন করতে সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে ১০:০০ ঘটিকায় উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতঃ সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সকল সদস্য/সদস্যাদের বিনীত অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদসহ -

প্রণয় রিচার্ড সরেন
সম্পাদক
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লিঃ

[বি.দ্রঃ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার সময় পরিচয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমিতি প্রদত্ত পরিচয়পত্র/ছবি ও সীলমোহর যুক্ত পাশ (শেয়ার) বই সাথে আনতে হবে]

বিজ্ঞ/২৬৯/২৫

Employment Notice

Caritas Development Institute (CDI) invites applications from the eligible candidates (men and women) for the position of **Faculty Member (Training)**.

Details of the Position and Required Qualifications	Key Responsibilities
Job Title: Faculty Member (Training) **Post**: One **Age:** Maximum 32 years as on 01 January, 2026 **Educational Qualification:** At least Masters in Statistics, Social Science Development Studies, Economics and Sociology. **Job Requirements:** – Minimum four years professional experience in the similar position in any reputed organizations. – The position requires to the candidates who got training in the area of Training of Trainers (ToT), Advocacy, Value Chain, Climate Change, Research Methodology, Kobo Toolbox, Gender and Development, RBM, Effective Monitoring Process, Development Management, Strategic Planning & Management and Disaster Management and others contemporary issues. – Strong facilitation and presentation skill in training. – Computer operations, particularly in MS Word, Excel, Power Point and multimedia. – Excellent interpersonal, organizational and Communication skill. – Have knowledge on Safeguarding, Gender based violence and Child Protection.	– Responsibility is to develop high quality training material, curriculum, training coordination, training need assessment, training facilitation and logistic support, etc. – S/he is responsible for training facilitation in CDI and outside Dhaka. – Regular update of training materials methods and apply during training facilitation. – Assist to identify contemporary training issues, develop training materials & Module. – Prepare training report and documentation of training files. – It is expected to spend approximately 50% of his/ her work time in the field. – Perform other duties as required. – **Salary**: Tk. 35,000/- (consolidated) per month during probationary period. For truly deserving candidate salary is negotiable. – **Job location**: The position is based at CDI, Dhaka but will require frequent field visit.

Selected candidate will be appointed initially for six months probationary period. Upon successful completion of the probationary period, appointment may be confirmed according to the existing pay scale and service rules of the organization. After confirmation long-term benefits such as provident fund, gratuity, insurance, health care and compensation scheme will be admissible.

Eligible and interested candidates with requisite qualifications are invited to apply with a letter of intent (no more than one page) along with a complete CV with details of two referees and a cover letter, two passport size photographs and attested copies of all educational and experience certificates to the following address: **Director, Caritas Development Institute (CDI), 2, Outer Circular Road, Shantibagh Dhaka-1217** or e-mail: cdi@caritascdi.org by the **30th November 2025**. **Women candidates are especially encouraged to apply.** Only short-listed candidates will be invited for interview. Incomplete applications will not be considered. The organization reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever. Personal contact will be treated as disqualification for the post. The staffs of Caritas Bangladesh, Trust offices and Project offices may apply through proper authority.

12/11/2025

বিজ্ঞ/২৭৩/২৫

প্রযুক্তি নয় মাটি-প্রকৃতিই মানবিকতার ভিত্তি

ড. ফাদার মিন্টু এল পালমা

'প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন। আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠলেন' *(আদিপুস্তক ২:৭)*। পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকে এও লেখা রয়েছে 'আর মানুষকে নিয়ে এদেন বাগানে রাখলেন, যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগান দেখাশোনা করে' *(আদি পুস্তক ২:১৩)*। তারপর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করায় 'প্রভু পরমেশ্বর তাকে এদেন বাগান থেকে বের করে দিলেন, যেন সে সেই মাটি চাষ করে, যা থেকে তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে *(আদিপুস্তক ৩:২৩)*। প্রভু পরমেশ্বর বললেন, 'এই ভূমিতে উৎপন্ন উদ্ভিদ হবে তোমার খাদ্য। তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই আহার করবে যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাও যেহেতু মাটি থেকে তোমাকে তুলে নেওয়া হয়েছে' *(আদি পুস্তক ১৯:২০)*।

এখানে প্রতিটা বাক্যেই মাটিকে কেন্দ্র করেই জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো উচ্চারিত হয়েছে। মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট, মাটিতেই তার চাষ-বাস, মাটিতে উৎপন্ন শস্যে তার জীবন নির্বাহ ও বসবাস এবং শেষে মাটিতেই তার মিলিয়ে যাওয়া। আমরা মাটি থেকে সৃষ্ট তাই আমাদের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কোন সুযোগ নেই। বর্তমানে প্রযুক্তি, মাটি-প্রকৃতির সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, প্রযুক্তির কাছে মাটি-প্রকৃতি গৌণ হয়ে গেছে। বলতে গেলে মাটি-প্রকৃতির উপর প্রযুক্তির জয়ই হয়েছে। কারণ দিনে দিনে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মাটি থেকে, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং এর আগ্রাসী ব্যবহারের কারণে মাটি-প্রকৃতির সাথে মানুষের স্পর্শ, সম্পর্ক ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে।

এই প্রযুক্তি মানব উন্নয়নে ও মানব জীবন সহজ করার জন্য অনেক বড় ভূমিকা রাখবে সত্য, তবে তা যতই ভূমিকা রাখুক না কেন এখানে কিন্তু মানুষের মনোবৃত্তি-হৃদয়বৃত্তি পরিচর্চার প্রধান্য দেয় না। এর প্রভাব-প্রতিষ্ঠা হলো বুদ্ধিবৃত্তিক যার মধ্যে অনেকটাই জড়-জাগতিক। এই প্রযুক্তি এবং এর অপ্রতিরুদ্ধ ব্যবহারে মানুষের মন, মানসিকতা ও মানবচিত্ত-চেতনার স্থিরতা, দৃঢ়তা, ধীরতা এবং হৃদয়ের শীতল, শুভ-শালীন-শ্রেয়-সদয়বোধ এবং স্নিগ্ধ প্রেমের সনাতন শক্তি ও শিল্পবোধ দুর্বল হয়ে পড়ছে। আসলে মাটি-প্রকৃতি হলো প্রাণের সাথে যার যোগ, হৃদয়ের সাথে যার সম্পর্ক। এভাবেই মাটি ও ভূমি-প্রকৃতির সাথে মানুষের প্রাণের সম্পর্ক।

কিন্তু মানুষ যেহেতু সেই মাটি ও প্রকৃতির স্পর্শ ও পরশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাই তার সেই সহজাত মানবিক প্রাণ-প্রবাহে মায়াময়ী কোমলতা হারিয়ে ফেলছে। এর গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই শুধু আমাদের নিজেদের পরিবারের দিকে একটু নজর দিলেই বুঝতে পারবো এর প্রতিফল। আমরা ও আমাদের ছেলেমেয়েরা দেখুন তো, কতদিন হয় খালি পায়ে মাটির মায়া ও স্নিগ্ধ পরশ নেইনি? মাটি ধরে দেখিনি? মাটির ও প্রকৃতির মধ্যে একটু নিজেকে একান্তে রাখিনি? মাটিতে কিছু ফলিয়ে দেখিনি? তাহলে কিভাবে আমরা মাটির-মানুষ হবো? কিভাবে আমরা মানবিক

হবো? কিভাবে আমরা মনে সুখ পাবো? মাটির সৃষ্টি আমি মাটিকেই ভুলে যাই, তাহলে আমি মানবিক-মানুষ হলাম কোথায়।

আমি একটু জোর দিয়েই বলছি, আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা যদি এই মাটির স্পর্শ না নেই, মাটি নিয়ে খেলা না করি, মাটি যে মা-মায়া যার জন্য আমরা বেঁচে আছি সেই ভূমি-প্রকৃতিকে ভালো না বাসি তাহলে আমরা পূর্ণ মানবিক মানুষ কখনোই হবো না, কারণ আমি মাটি, আমি প্রকৃতির প্রাণী। আজ আমরা অধিকাংশ মানুষ ইট-পাথরের বাস করে মাটি থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি যার জন্য আমরা মানুষ আজ মনস্তত্বে অনেকভাবেই অসুস্থ। প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে প্রাণের সাথে মন দিয়েছেন। মনের শান্তি চান? মাটিতে যান। মনে শান্তি চান? প্রকৃতিতে যান। মানবিক হতে চান? বাড়িতে বাসায় মাটি রাখুন, বাগান করুন। অন্তত দিনে আধ ঘন্টা বাগানে মাটির সাথে সময় কাটান। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই মাটির কাছে নেন, মাটি ধরতে দেন, বাগান করতে শেখান, দেখবেন এই সন্তান অর্ধেক মানুষ হয়ে বড় হবে না। আমরা আসলে আজকাল অর্ধেক মানুষ হয়ে জীবন যাপন করছি। আসলে আমরা তো প্রাণী হয়ে জন্ম নিই। পরে আমাদের মানুষ হতে হয়। পরমেশ্বর বলেছেন 'মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠলেন' *(আদিপুস্তক ২:৭)*। মাটির সৃষ্টি আমি যদি মাটিকেই ভুলে যাই, তাহলে আমি মানুষ হলাম কোথায়। আমরা বলে থাকি 'মাটির মানুষ' অর্থাৎ যিনি মাটির মত কোমল, মাটির মত সহনশীল, মাটির মত মায়াধারী, মাটির মত বিনম্র। মাটিকে বাদ দিয়ে আমি মানুষ হতে পারবো না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মাটিকে ভালোবাসি, প্রকৃতিকে ভালোবাসি। মাটির সংস্পর্শে আসলে প্রকৃতি, গাছ-গাছারি, ফুল-ফলাদি, শাক-সবজির কাছে গেলে মনটা আসলেই ভারমুক্ত হয়ে যায়, মনটা হালকা হয়ে যায়, মনে একটা প্রশান্তি আসে। তারপর দিনে একটা রুটিন মাফিক মাটি নিয়ে নাড়াচারা করা, বাগানে কাজ করা, নিজের হাতে অল্প-স্বল্প শাক-সবজি, ফল-ফলাদি উৎপন্ন করা, শরীরে একটু ঘাম ঝরানো প্রতিদানে আপনাকে শান্তি দিবে, সচ্ছলতা দিবে, সৃজনশীল করবে। আমাদের শহরের পরিবারগুলোতে এমনকি গ্রামের পরিবারগুলোতেও ছেলেমেয়েদের এই মৌলিক ভৌমিক জীবনের গঠন ও শিক্ষা দিচ্ছি না। আমরা অনেকে বলি সময় নাই, অনেক ব্যস্ত। এটা একটা মারাত্মক অপরাধমূলক কথা। এই অপরাধ প্রভু পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে। আমাদের প্রতি প্রভু পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠদান হলো সময়। যখন বলি সময় নাই তখন ভেবে দেখেছি কি আমি ঈশ্বরের দেওয়া এই সময়ের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে ঈশ্বর আমাকে কম সময় দিয়েছে! আমরা যা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থেকে সময়ের দোহায়

(বাকি অংশ ১২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন..)

মৃত্যু: মহাশান্তি লাভের তীর্থযাত্রা

ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন

নভেম্বর মাস সকল পরলোকগত ভক্তবৃন্দের মাস। আমরা এই সময়ে বিশেষভাবে পরিবারের মৃত আত্মীয়স্বজনদের জন্য প্রার্থনা করি। যারা ঈশ্বরের ডাকে এই ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গেছেন, তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনায় প্রার্থনা করি। তারা যেন মহাশান্তির ঘুমে ঘুমাতে পারেন। যেখানে নেই কোন শব্দ, কোলাহল; আছে শুধু নিরবতা, নিস্তব্ধতা, প্রশান্তি! গানের ভাষায় বলি, 'ওরা মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে, ডাকিস নে রে আর'! পৃথিবীর যত কাজ, ব্যস্ততা, রঙ্গখেলা সমাপ্ত করে তারা মহাপ্রেমিকের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর পরমাত্মা যিনি তাঁর সাথে মিলিত হতে তাদের সেই মহাযাত্রা। পৃথিবীর ক্ষণকালের যাত্রা শেষ করে সীমাহীন কালের যাত্রায় পদার্পণ করেছে। এ যাত্রা অনন্তকালের, মহাশান্তি ও শাশ্বত জীবন লাভের যাত্রা!

মৃত্যু আমাদের জীবনের চিরন্তন সত্য যা অবধারিত। আমাদের প্রত্যেকের'ই একদিন সমাধিতে যেতে হবে, এটাই বাস্তব, ঈশ্বরের বিধান। তাই মৃত্যুকে নিয়ে ভয় নয়, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। গীতাবলীতে একটি গান আছে- কখন প্রভুর ডাক আসে ভাই, কে জানে, ওরে মন, তুই জেগে থাক তাঁর ধ্যানে। মৃত্যু হল এই জগত-জীবনের সমাপ্তি কিন্তু পরকালে ঈশ্বরের আবাস জীবনের শুরু। মৃত্যু হল অনন্ত জীবনের পথ। মৃত্যুর পর আমরা পাই নতুন জীবন। আর এই জীবনের জন্য ইহকালে আমাদের পুণ্য অর্জন করতে হয়। খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয় এবং তাঁর আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করতে হয়। সাধু পল যেভাবে বলেন, আমি বাঁচি বা মরি আমি প্রভুরই। খ্রিস্টের সঙ্গে যদি আমরা মরি তবে তাঁর সঙ্গে জীবিত থাকবো। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় বলা হয়, আমাদের জীবনে চারটি অন্তিম বিষয় হল মৃত্যু, বিচার, স্বর্গ, নরক। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তা অবধারিত, সত্য হবেই হবে। আমাদের জীবনে মৃত্যু হবে, বিচার হবে এবং নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে হয় স্বর্গ না হয় নরকে স্থান পাব।

কিভাবে আমরা স্বর্গ লাভ করতে পারি? স্বর্গ হচ্ছে মানুষের প্রতি ঐশপ্রেমের পরিপূর্ণতা বা অবস্থা, যা আমরা পৃথিবীতে থেকে কল্পনা করতে পারি না কিন্তু স্বর্গে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করতে পারবো। পৃথিবীতে পাপ, প্রলোভন, মন্দতা, শয়তানের প্ররোচনা ত্যাগ করে, পবিত্র জীবন যাপন করার মধ্য দিয়ে আমরা অনন্ত জীবন বা স্বর্গ লাভ করতে পারবো। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপন, ভাল ও পুণ্যের কাজ, বিশ্বাসী ও ধার্মিক জীবনযাপন, দৈহিক ও আত্মিক দয়ার কাজ করার মধ্য দিয়েই আমরা অন্তত জীবন পেতে পারি, যে জীবনের শেষ নেই, অসীম।

কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসমন্ত্রের শিক্ষায় আমরা বিশ্বাস করি, মণ্ডলীর যেসব সভ্য জগতে, শুচগ্নিস্থানে বা স্বর্গে বাস করে তারা সকলেই একটি ভক্ত-পরিবার করে তোলে এবং তারা পরস্পরকে ভালোবাসে, সাহায্য করে। যারা জগতে ভাল কাজ ও পবিত্র জীবনযাপন করে মৃত্যুবরণ করে স্বর্গ লাভ করেছে তাদেরকে বলা হয় গৌরবময় মণ্ডলী। যারা স্বর্গে যাওয়ার আগে দোষ-ত্রুটির মার্জনা বা ক্ষমা লাভের জন্য শুচগ্নিস্থানে থাকে তাদেরকে বলা হয় প্রায়শ্চিত্তকারী মণ্ডলী। আর পৃথিবীতে যে ভক্তগণ জীবিত থেকে প্রতিনিয়ত পাপ প্রলোভন এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন তাদেরকে বলা হয় সংগ্রামকারী মণ্ডলী।

কেন আমরা নরকের শাস্তি পাব? চিরকাল ধরে ঈশ্বর-বিরহিত হয়ে অগ্নিজ্বালা ও সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টভোগ করাই হল নরক। ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকাই হচ্ছে নরকের সবচেয়ে বড় কষ্ট। তারা কখনও ঈশ্বরের দর্শন পাবে না। বলা হয়, জগতের আগুনের চেয়ে নরকের আগুনের তাপমাত্রা অনেক যন্ত্রণাময়। নরক যন্ত্রণা চিরস্থায়ী। যারা গুরুপাপ করে ঐশজীবন থেকে বঞ্চিত হয়, তারাই নরকে যায়। মানুষ দয়াময় ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেকে নরক ও শাস্তির যোগ্য করে তোলে। ঈশ্বর মঙ্গলময় হয়েও কেন পাপীকে নরকের শাস্তি দেন? ঈশ্বর হলেন দয়ার আকর কিন্তু তিনি ন্যায্যতার ঈশ্বর, ন্যায়বান বিশ্ব বিচারকর্তা। তিনি ধার্মিকদের যোগ্য পুরস্কার দেন আর অধার্মিকদের দেন শাস্তি। ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছা সকল মানুষকে তিনি তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে রাখবেন, সবাই যেন স্বর্গ আবাসে থাকতে পারেন। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে, বিরুদ্ধাচরণ করে পাপে পতিত হয় এবং অনুতাপ বা অনুশোচনা না করার ফলেই কিন্তু নরকের শাস্তি ভোগ করে। ঈশ্বরের দেওয়া নরক যন্ত্রণা এত মর্মান্তিক কারণ তাঁর কৃপা অগ্রাহ্য করাই গুরুতর পাপ।

আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্মগুণেই সেই স্বর্গ বা নরক লাভ করবো। তাই পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে আমরা যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে পথ চলি, আমরা যেন তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকি। ঈশ্বর চান, আমরা যেন তাঁর আদেশ পালন করি ও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকি। আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো ঈশ্বরের ক্ষমতার কাছে আমরা বালুকণা মাত্র! ঈশ্বরের দয়ায় আমরা বেঁচে আছি। আমাদের জীবন দেওয়া নেওয়ার ক্ষমতা ঈশ্বরের হাতে। তাহলে কিসের এত ক্ষমতার দাম্ভিকতা, এত অহংকার! আমাদের আত্মীয় পরিজন যারা এই পৃথিবী ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছেন তারা আমাদের জন্য একটি সুন্দর শিক্ষা দেন তা হল: এই পৃথিবী একটি ক্ষণস্থায়ী আবাস, এই পৃথিবীতে আমরা ক্ষণিকের অতিথি, এ পৃথিবীর মোহ-মায়া করা আমাদের বোকামী, টাকা পয়সা সম্পদ, ক্ষমতা এগুলো পরকালের জন্য কোন কাজে আসবে না। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য একটি সুন্দর শিক্ষা হিসেবে আমরা নিতে পারি।

আমরা বিশ্বাস করি শেষ বিচারের দিন মহান বিচারকর্তা আসবেন আমাদের বিচার করতে। আমাদের নিজ নিজ কর্মফলের গুণে পুরস্কার বা শাস্তি পাব। ভাল-মন্দের মানদণ্ডে সকলকেই দণ্ডিত করা হবে। গীতাবলীর একটি গানের ভাষায় বলি 'মন, ভাব একবার সেই ভয়ানক দিনে কি হবে তোমার।' বর্তমান বাস্তবতায় আমরা বিশ্বাসের জীবনে অনেকটা উদাসীন, দুর্বল ও স্থবির হয়ে গেছি! আমাদের মধ্যে যেন একটা উন্নাসিকতা, ভাল'মন্দের পার্থক্য বুঝতে চাই না মন্দতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি! অনেকবারই ধর্মীয় জীবনযাপনে অবহেলা করি, অবিশ্বস্ত হই। এমনকি অন্যকেও ধর্মীয় জীবনযাপনে নিরুৎসাহিত করি। ঈশ্বরকে ভুলে যাই, মণ্ডলীর বিরোধীতা করি, মণ্ডলীর পরিচালকদের অবমূল্যায়ন করি, অপমান করি! এগুলো করে আমরা পাপ করি। এ পাপের জন্য ঈশ্বর শাস্তি দেন। কলুষিত আত্মা পাপের অবস্থায়, অবিশ্বাসী অন্তর নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে পরকালে আত্মা কষ্টে থাকে যন্ত্রণায় থাকে। তাই আবার গানের ভাষায় বলি, 'সময় আছে জীবনকালে, নাহি উপায় মরণ হলে, যে যেমনভাবে চলে, সেইরূপে হয় তার মরণ'।

এই নভেম্বর মাসে আমাদের প্রিয়জনদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে প্রার্থনা করি। বিশেষভাবে যাদের আত্মা মধ্যস্থানে আছে তাদের আত্মাকে যেন ঈশ্বর মার্জনাদানে পরিশোধিত করে স্বর্গে স্থান দেন। একই সাথে আমাদের প্রত্যেকের আত্মার জন্যও প্রার্থনা করি যেন আত্মাকে পবিত্র রাখতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, ধার্মিকতার পথে জীবন যাপন করি। যিশুর মতো নম্রতা, সেবা ও ক্ষমার আদর্শে জীবনযাপন করি। পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবো যেন পুণ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করি। স্বর্গের তীর্থযাত্রী হিসেবে পরকালে মহাশান্তি ও শাশ্বত জীবন লাভের যাত্রায় তীর্থযাত্রী হই। শেষে গানের ভাষায় বলতে চাই, 'বেলা থাকতে মনরে আমার যিশুর নাইয়ে যাও, বেচাকেনা সাঙ্গ করে দাঁড়ে হাত লাগাও'।

অন্ধকারে আলোর মশাল
প্রয়াত ফাদার মনোহর আন্তনী কোড়াইয়া

ষ্টিফেন কোড়াইয়া

আজ এমন একজন মানুষের কথা বলার জন্য হাতে কলম ধরেছি, যিনি চড়াখোলা গ্রামের একজন গর্বিত সন্তান হলেও চড়াখোলার মানুষ বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে বলতে গেলে অপরিচিতই ছিলেন। নিয়তি তাকে নিয়ে যেমনি পরিহাস করেছে, তেমনি মুঠো ভরে ফিরিয়ে দিয়েছেন তার শতগুণ। তিনি আর কেউ নন, এই গ্রামেরই সন্তান প্রয়াত ফাদার মনোহর আন্তনী কোড়াইয়া, যিনি শত প্রতিকূলতার মাঝেও ঈশ্বরের উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা নিয়ে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মজুররূপে নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

শৈশবেই তিনি তার বাবা মাকে হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়েন এবং নিজ জন্মভিটে কোড়াইয়ার বাড়ি (ফাদার উর্বাণদের বাড়ি) ছেড়ে অন্যের আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হন। পাথর ঘষতে ঘষতে যেমন আলোর স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়; তেমনি পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ফাদার মনোহর আন্তনী কোড়াইয়া জীবনের প্রতিকূল বাস্তবতার সাথে লড়াই করতে করতে হয়ে উঠেছিলেন একজন সর্বংসহ অতিমানব। তাঁর জীবনের প্রতিটি বাক প্রমাণ করে মানুষের উপর ঈশ্বরের পরিকল্পনা কখনও বৃথা যেতে পারেনা। এর জ্বলন্ত প্রমাণ ফাদার মনোহর, যাকে এতিম করে সৃষ্টিকর্তা তাঁর স্নেহময়ী মা'কে বুকের দুধ ছাড়তে না ছাড়তেই নিজের কাছে তুলে নিয়েছিলেন। শুধু মা'ই নয়, কিছুদিনের মধ্যে বাবাকেও। তাইতো স্বয়ং ঈশ্বরই একদিন সেই অনাথ এবং অসহায় শিশুটির চোখের অশ্রু রূপান্তরিত করেছিলেন আশীর্বাদের বারিধারায়।

তার গোটা জীবনটা কোন সুখ-সাচ্ছন্দ্য, ছন্দ বা আনন্দময় জীবন ছিল না; ছিল এক দুঃসহ, বেদনাবিধুর, নিরানন্দ, অভাবী, সংগ্রামী, সীমাহীন ত্যাগস্বীকার, ঐশরিক করুণা ও অনুপ্রেরণায় ভরা এক আধ্যাত্মিক জীবন, যা ৩টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। পিতৃ-মাতৃহীন শিশু ও বাল্যজীবন

২। সক্রিয় যাজকীয় কর্ম জীবন এবং

৩। নিষ্ক্রিয় অবসর জীবন।

ফাদার মনোহর আন্তনী কোড়াইয়ার জীবনের উপরোক্ত ৩টি অধ্যায় নিয়েই আলোচ্য প্রবন্ধে অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার মৃত্যুর পর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার জীবন ও কর্ম নিয়ে তাঁর সতীর্থ, গুণগ্রাহী, তেজগাঁও অনাথ আশ্রম থেকে শুরু করে তাঁর স্কুল, কলেজ ও সেমিনারী জীবনের সহপাঠী মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সহ অনেক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও সাধারণ খ্রিস্টভক্ত তাঁর জীবন নিয়ে কথা বলেছেন, যার বর্ণনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তুলে ধরা অসম্ভব।

প্রয়াত ফাদার মনোহর আন্তনী কোড়াইয়া তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত চড়াখোলা গ্রামে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ২ ফেব্রুয়ারি একটি অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব

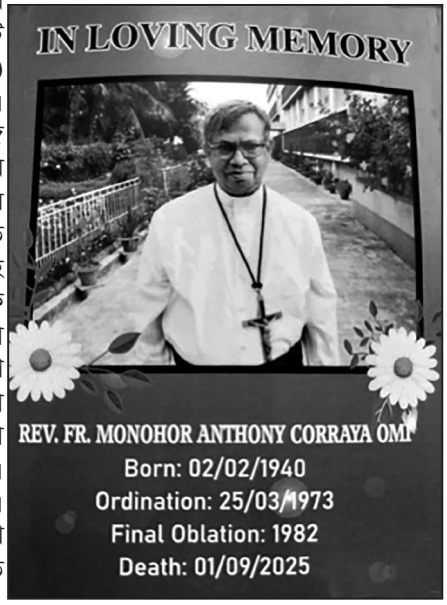

কনিষ্ঠ। জন্মের পরই তাঁর জীবনে নেমে আসে এক সীমাহীন শোক, দুঃখ, বিচ্ছেদ ও নিঃসঙ্গতার কালো ছায়া। শিশু মনোহর ও তাঁর ভাইবোনদের রেখে প্রথমে বাবা মিনু কোড়াইয়া ও পরে স্নেহময়ী মা উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করেন। আদর-স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে যখন বাবা-মা তাদের সন্তানদের আগলে রাখার কথা, তখনই শিশু মনোহর ও তাঁর ছোট বড় ভাইবোনদের ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেন তারা। তখন থেকেই তাদের সন্তানরা হয়ে পড়ে এতিম ও আশ্রয়হীন।

ফাদার মনোহর আন্তনী কোড়াইয়ার বাবা'রা ছিলেন তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ বুধাই কোড়াইয়া, যিনি সর্বজনবিদিত প্রয়াত ডানিয়েল কোড়াইয়ার ঠাকুরদাদা, মেঝো ভাই মদন কোড়াইয়া এবং সর্বকনিষ্ট ছিলেন ফাদার মনোহর আন্তনী কোড়াইয়ার বাবা মিনু কোড়াইয়া। কিন্তু ঈশ্বরের কি নির্মম পরিহাস! এই সর্বকনিষ্ঠ ভাইটিকেই তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অসহায় ছেলে মেয়েদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রেখে সবার আগে তাঁর কাছে তুলে নেন।

বাবা মায়ের মৃত্যুর পর ফাদার মনোহরের ভাই বোনদের ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। বাবা মায়ের জীবিত অবস্থায়ই বোন মেরীর বিবাহ হয় নিজ গ্রামেরই ফড়িং বাড়ির এক দরিদ্র কিন্তু সৎ ছেলের সাথে। দ্বিতীয় বোন এলিজাবেথ ডাক নাম এলিজা'র বিবাহ হয় পার্শ্ববর্তী দড়িপাড়া গ্রামের এক অর্ধসচ্ছল পরিবারে। তার স্বামী জাহাজে কাজ করতেন, তখনকার দিনে যা ছিল একটি অতি মর্যাদাপূর্ণ চাকুরী। তাদের উপার্জনও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি।

তৃতীয় বোন যোসফিন ডাক নাম রেবি; তখনও ছিলেন অবিবাহিতা কিশোরী আর তার ছোট দু'ভাই স্টিফেন যার ডাক নাম টিপন ও মনোহর। বাবা মায়ের মৃত্যুর পর বড় দু'বোনের বিয়ে এবং বড় একভাই আদম কোড়াইয়া চাকুরী নিয়ে কলকাতায় চলে গেলে ছোট তিন ভাইবোন হয়ে পড়েন সম্পূর্ণ অসহায়, অরক্ষিত ও আশ্রয়হীন। একান্নবর্তী বৃহত্তর পরিবারের সদস্যগণ(জ্যেঠা) চড়াখোলা গ্রামের ছোট্ট ভিটি বাড়িতে সবাই মিলে বসবাসে অসুবিধার কথা চিন্তা করে একেকজন একেক জায়গায় বিশেষ করে নাগরী ধর্মপল্লীস্থ পাড়ারটেক নামক একটি প্রত্যন্ত গ্রামে এবং কেউ কেউ রাজশাহী জেলার বোর্ণী মিশন এলাকায় জমি ক্রয় করে পরিবার পরিজন নিয়ে চলে যাওয়ার পর এই এতিম ভাইবোনগুলো হয়ে পড়ে আরোও অসহায়, বিপন্ন।

এমন সময় সৃষ্টিকর্তা যেন তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন জ্যাঠাতো বড় ভাই রাফায়েল কোড়াইয়া অর্থাৎ ফাদার উর্বাণ কোড়াইয়ার বড় ভাই, যিনি নিজের আপন ভাইবোনের মতই এই পিতৃ-মাতৃহীন কাকাতো ভাইবোনদের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। এই পরিবারের মেঝো ভাই

ফাদার উর্বাণ তখন দর্শন শাস্ত্র পড়ার জন্য রোম নগরীতে ও ছোট ভাই ইউজিন চাকুরী সূত্রে কলকাতায় অবস্থান করছিলেন।

কিছুদিন পর বোন এলিজাবেথ ও তাঁর স্বামী এ অসহায় পিতৃহারা ভাইবোনদের দেখাশুনার প্রস্তাব নিয়ে সামনে এগিয়ে আসেন এবং স্টিফেন ও মনোহরকে নিজ বাড়ি দড়িপাড়া গ্রামে নিয়ে যান এবং পরে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তেজগাঁও বটমলি হোম অনাথ আশ্রমের সিস্টারগণের সাথে কথা বলে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। দু'ভাই সেখানেই তাদের কৈশোরের দিনগুলো অতিবাহিত করার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাসহ অস্থায়ী আশ্রয় লাভ করেন। পরে একটু বড় হলে পর দু'ভাই-ই আবার দড়িপাড়া গ্রামে মেঝো বোনের আশ্রয়ে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে ছোট ভাই মনোহর বান্দুরা সেমিনারীতে যোগ দেন ও বড় ভাই ষ্টিফেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের আগ পর্যন্ত বোনের বাড়িতেই থেকে যান।

এদিকে, বোন যোসফিনের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসা শুরু হয়। পরে রাফায়েল কোড়াইয়া ও তার বড়বোনদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে রাঙ্গামাটিয়া গ্রাম থেকে আসা বিয়ের প্রস্তাবটিই গ্রহণ করেন। ছেলেটি দরিদ্র পরিবারের সন্তান হলেও ছিলেন কর্মঠ, সৎ ও স্পষ্টভাষী, নাম রাফায়েল রিবেরু। এরকম একটি ছেলের হাতে এই এতিম ছোট বোনটিকে তুলে দিতে পেরে যেন নিশ্চিৎ হয়েছিলেন জ্যেঠাত ভাই রাফায়েল কোড়াইয়া। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সেই বোনটি ও তার স্বামী-সন্তানগণ আজীবন জ্যেঠাত ভাইয়ের পরিবারের সাথে আপন ভাই-বোনের মতই সম্পর্ক রেখেছেন।

সবকিছু দেখে মনে হয় এই কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়েই এই পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় মানুষগুলোকে নিয়ে যেন শুরু হয়েছিল ঈশ্বরের এক মহৎ পরিকল্পনা। ফাদার উর্বাণ কোড়াইয়া তখন বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর সহকারী পরিচালক। তরুণ মনোহরের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তার কথাবার্তায়, আচার আচরণে তার মধ্যে ঐশরিক আহ্বানের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে এ ভাইটিকে পুরোহিত হওয়ার জন্য সেমিনারীতে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। নিঃস্ব কিন্তু বিশ্বাসে অটল ছোট্ট মনোহর সেই আহ্বানে সাড়া দেন এবং বান্দুরা সেমিনারীতে প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সেমিনারীতে প্রবেশের পর সেখানে প্রার্থনা, অধ্যয়ন ও সেবার মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন এক নিবেদিত প্রাণ, বিনয়ী ও ঈশ্বরানুরাগী মানুষ, যা তাকে পরবর্তীতে একজন আদর্শ খ্রিস্টীয় যাজক হওয়ায় অবদান রাখে।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ ২৫ মার্চ আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী কর্তৃক তিনি চিরকালীন যাজক পদে অভিষিক্ত হন। পরদিন ২৬ মার্চ তাঁর যাজকীয় অভিষেক উপলক্ষে প্রথম বরণ অনুষ্ঠানটি (Grand Priestly Ordination Reception) তাঁর দুর্দিনের আশ্রয়দাত্রী মেঝোবোন এলিজা'র শ্বশুর বাড়ি দড়িপাড়া গ্রামে এবং তাঁর যাজকীয় অভিষেকের দ্বিতীয় বরণ অনুষ্ঠান পরদিন ২৭ মার্চ ফাদার উর্বাণ কোড়াইয়া ও তাঁর বাড়ির পক্ষ থেকে সারা চড়াখোলাবাসীকে সাথে নিয়ে নিজ পিতৃভূমিতে মহা ধূমধামে উদ্‌যাপন করে, যা ছিল শুধু তাঁর একার নয়, বরং পুরো কোড়াইয়া পরিবারের জন্য এক আশীর্বাদের অনুষ্ঠান। তৎকালীন চড়াখোলা গ্রাম থেকে আরোও তিন জন যাজক; ফাদার ফ্রান্সিস রোজারিও, ফাদার মোজেস রোজারিও ও ফাদার উর্বাণ কোড়াইয়ার নামের সাথে যোগ হয়েছিল আর একজন পুরোহিতের নাম- ফাদার মনোহর আন্তনী কোড়াইয়া। ঢাকার আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'সহ বহু সংখ্যক বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং সাধারণ খ্রিস্টভক্তের সমাগম হয়েছিল সেই মহতী অনুষ্ঠানে। চড়াখোলা তরুণ ছাত্র সংঘ এ উপলক্ষে মহা সমারোহে মঞ্চস্থ করেছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ভিত্তিক নাটক "রক্তে রাঙ্গা বংলাদেশ"। আপেল মাহমুদের লেখা ও সুরে সেদিন সম্পর্কে বড় ভাই যোয়াকিম কোড়াইয়ার ছেলে ও চড়াখোলা তরুন ছাত্র সংঘের পক্ষ থেকে বাবলু লিও কোড়াইয়ার বজ্র কণ্ঠে গাওয়া সে গানটি যেন সেদিন নব অভিষিক্ত পুরোহিত ফাদার মনোহরের জীবনের সাথে মিলে যাওয়া গানের সে কথাগুলো- "তীর হারা এ ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে।...." তাঁর মনে যে ঝড় তুলেছিল, সে ঝড়ের দাপট সারা জীবন মোকাবিলা করে গেছেন।

একজন পিতৃ-মাতৃহীন এতিম শিশু থেকে ফাদার মনোহর হয়ে উঠেছিলেন একজন সত্যিকার ঈশ্বরের মনোনীত সেবক, যা তিনি তাঁর কাজ, বিশ্বস্ততা, সততা ও সরলতা দিয়ে আজীবন রক্ষা করে গেছেন।

ঢাকা আর্চ-ডায়োসিসান পুরোহিত হিসেবে পৌরহিত্য বরণ করলেও তিনি সবসময় স্বপ্ন দেখতেন একজন পুরোহিত হিসাবে শুধু নিজ এলাকায় নয়, বরং দেশের বা এলাকার গন্ডি ছেড়ে কোন ভিন্ন দেশ বা এলাকায় যেখানে খ্রিস্টের বাণী এখনও পৌঁছেনি, এমন কোন স্থানে বাণী প্রচারকের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে। পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা তাঁর সেই নীরব আকুতি শুনেই হয়তো তাঁর জীবনের জন্য একটি অভূতপূর্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে শুধু অনুপ্রাণিত নয় সাহসী করে তুলেন।

১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ২৫ জানুয়ারি ফ্রান্সের আইক্স-যেন-প্রভিন্সে সেন্ট ইউজিন ডি' মাজেনড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অবলেটস অফ মেরি ইম্যাকুলেট (OMI) যাজক সম্প্রদায়টি বাংলাদেশে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে ও ঢাকার আর্চবিশপ মহোদয়ের অনুমোদন'ক্রমে ঢাকা আর্চ ডায়োসিসের আওতাধীনে থেকে সিলেটের দুর্গম পাহাড়ী ও চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকায় বাণী প্রচারের কাজ শুরু করেন। ওএমআই যাজক সম্প্রদায়টির পুরোহিতগণ ফরাসি বিপ্লবের পর স্থানীয় প্রভিন্সিয়াল উপভাষায় দরিদ্র অসহায় এবং পরিত্যক্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন, যা ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি পোপ দ্বাদশ লিও কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন লাভ করার পর "মিশনারি অবলেটস অফ মেরি ইম্যাকুলেট (OMI)" নামে পরিপূর্ণভাবে দেশে বিদেশে প্রচার ও সেবার কাজ শুরু করেন। ওবলেটস অফ মেরি ইম্যাকুলেট (OMI) যাজক সম্প্রদায়টির সেবা ও প্রচার কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে ফাদার মনোহর আন্তনী কোড়াইয়া ঢাকা আর্চ-ডায়োসিসান পুরোহিত সম্প্রদায় থেকে OMI যাজক সম্প্রদায়ে যোগ দেওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়ে তৎকালীন আর্চবিশপের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর দৃঢ় ইচ্ছে ও মনের জোর দেখে ঢাকা আর্চ ডায়োসিসের পুরোহিতের অভাব থাকলেও আর্চবিশপ মহোদয় তাঁকে সেই সম্প্রদায়ে যোগ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। একজন পরিপূর্ণ যাজক হয়েও ফাদার মনোহর অবলেটস অফ মেরি ইম্যাকুলেট (OMI) যাজক সম্প্রদায়ের নিয়ম মেনে একজন যাজকীয় শিক্ষানবীশ হিসাবে পুনরায় শ্রীলঙ্কাস্থ অবলেটস অফ মেরি ইম্যাকুলেট (OMI) সেমিনারীতে যোগদান করেন এবং শিক্ষা সমাপনান্তে বাংলাদেশি প্রথম অবলেট মিশনারি যাজক হিসেবে সিলেট এলাকায় তাঁর যাজকীয় কাজ শুরু করেন এবং একই সম্প্রদায়ের যাজক হিসাবে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে শেষ ব্রত গ্রহণ করেন, যা "তোমারই ইচ্ছা করোহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে" বেদ বাক্যটি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরম নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে পালন করে যান।

তাঁর জীবন ছিল বিনয়, সেবা ও করুণায় পরিপূর্ণ। তাঁর কথায় ছিল শান্তির সুর, দীর্ঘ সক্রিয় যাজকীয় কর্মজীবনে তাঁর উপস্থিতিতে মানুষ পেত সান্ত্বনা আর তাঁর সরল হাসিতে প্রকাশিত হতো খ্রিস্টের ভালোবাসা। তিনি স্ট্রোক করে দীর্ঘকাল অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকলেও তিনি তার যাজকীয় দায়িত্ব সম্পাদনের কথা ভুলে যাননি। অনেক সময় তিনি আপন আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব,

পরিচিত অপরিচিত'জনদের চিনতে না পারলেও এমন ব্যবহার করতেন যেন তার কতদিনের চেনা আপনজন। হাসি মুখে তাদের খবরাখবর জানতে চাইতেন। যে মানুষটি নিজের জন্মদাতা পিতা-মাতাকে দেখেননি বা দেখলেও মনে রাখার মত বয়স তখন তার ছিল না, সেই মানুষটিই যখন জানতে পারতেন, সে তার আত্মীয় বা সম্পর্কিত কেউ বা চড়াখালা গ্রামের বাসিন্দা, তখন তার দর্শন লাভের আনন্দে মুখ মণ্ডলে এক অপার আনন্দের প্রকাশ ফুটে উঠতো। নিজের ঘরে বা হাসপাতালের বিছানায় যখন একাকিত্বের যন্ত্রণা তাকে ঘিরে ধরতো, তখনও তিনি কখনও ভোলেননি, কোথা থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল আর কিভাবে একজন অনাথ শিশু থেকে ঈশ্বরের আশ্রয়ে হয়ে উঠেছিলেন একজন খ্রিস্টের প্রতিনিধিত্বকারী চিরকালীন যাজক।

মৃত্যুর সপ্তাহ খানেক আগে জন ভিয়ান্নী হাসপাতালে যখন তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা হয়, তখন তিনি প্রায় অজ্ঞান অবস্থায়। এই অবস্থায়ও আমাকে দেখে অবচেতন মনেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, "এত দেরি করেছিস কেন? আমার আর কিছুই ভালো লাগছেনা।" তখনই মনে হয়েছিল তিনি চিরকালীন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। হলোও তাই। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ, সোমবার ঈশ্বর তাঁর প্রিয় সন্তানকে তাঁর কাছে ডেকে নিলেন তার কয়েকদিন না পেরুতেই। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানাতে ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ঢাকা মোহাম্মদপুর অবলেট হাউজে তাঁর স্বতীর্থ অবলেট পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার, উপস্থিত গুণগ্রাহী ও আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতিতে মহা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। এ খ্রিস্টযাগের উপদেশে উপস্থিত মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও-সহ তাঁর সতীর্থ অবলেট ফাদারগণ স্মৃতিচারণ করেন। কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও পরলোকগত ফাদার মনোহর ও তাঁর নিজের বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর দিনগুলো ও করাচীতে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার দিনগুলোতে ফাদার মনোহরের নম্র, শান্ত ও অমায়িক ব্যবহারের কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত অবলেট ফাদারগণ অবলেট সম্প্রদায়ের প্রথম বাঙালি পুরোহিত হিসাবে তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও ঈশ্বরভক্তির ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি সিলেটের মুগাইপার ধর্মপল্লীতে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় দীর্ঘদিন পাল পুরোহিত হিসাবে কাজ করা কালে আদিবাসী ছেলে মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন স্কুল ও হোস্টেল যা আজও অবলেট মিশনারি ফাদারগণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে অঞ্চলে শিক্ষার আলো বিতরণ ও খ্রিস্টের বাণী প্রচারে অবদান রাখছে।

আজ যখন ফাদার মনোহরের পুরো পরিবারের কথা একটু গভীরভাবে চিন্তা করি, তখন একটি কথা মনের কোনে দোলা দেয়, যদিও সৃষ্টিকর্তা ফাদার মনোহর ও তার ভাইবোনদের কাছ থেকে অকালে তাদের মা-বাবাকে তুলে নিয়েছিলেন, তথাপি তাদের সবাইকে তাঁর অফুরন্ত আশীর্বাদে আশীর্বাদিত করেছেন।

এলিজাবেথ, ফাদার মনোহরের দ্বিতীয় বোন, যিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদে চার কন্যা ও দুই পুত্র সন্তানের জননী হয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে তিন কন্যাই (জয়ন্তী, নিয়তী ও কনিকা) সিস্টার হিসাবে ঈশ্বরের আহ্বান লাভ করেছেন, যারা আজও অতি বিশ্বস্ততার সাথে ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে বোন যোসেফিন আশীর্বাদিত হন ছয় পুত্র ও চার কন্যার জননী হিসাবে। তাঁদের তিন পুত্র ফাদার প্রশান্ত থিওটেনিয়াস রিবেরু, ফাদার লিওনার্ড রিবেরু ও ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু কাথলিক পুরোহিত এবং তিন কন্যা সিস্টার স্মৃতি সিআইসি, সিস্টার বাসনা সিএসসি ও সিস্টার হেলেন ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মানুষের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এসব দেখে শুনে নিজের মনেই কি প্রশ্ন জাগে'না যে; ইহা কি ঈশ্বরের অলৌকিক আশীর্বাদ নয়? যিনি সুখীকে দুঃখী এবং দুঃখীকে সুখীতে রূপান্তর করেন?

ফাদার মনোহরের জীবন যেন **"অন্ধকারে জ্বলন্ত এক আলোর মশাল"** যা খ্রিস্ট মণ্ডলীতে সত্য, ন্যায় ও আশীর্বাদের অগ্নিশিখা জ্বেলে মানুষের মনে বিশ্বাস ও আশার আলো ছড়াচ্ছে। মণ্ডলীতে তাঁর অবদান শুধু কলমের কালিতে বা সাদা কাগজে লেখা স্মৃতিকথায় নয়, বরং তা লেখা আছে অগণিত মানুষের হৃদয়ে, যারা তাঁর কাছে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণে ধন্য হয়েছেন, তাঁর প্রচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের কথা জেনে তাঁর একমাত্র পুত্র প্রভু যিশুকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রার্থনা, তাঁর সেবা, তাঁর ভালোবাসা আজও আমাদের মনকে অনুপ্রাণিত করে, আশা জাগায়। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভালোবাসা, নির্ভরতা, যাতে করে একটি অনাথ শিশুও হতে পারে শত শত মানুষের বন্ধু, আত্মার আত্মীয় ও উদ্ধারকর্তা।

আজ আমরা তাঁকে স্মরণ করে প্রার্থনা করি যেন তাঁর আত্মা ঈশ্বরের স্বর্গীয় গৃহে অনন্ত শান্তিতে বিশ্রাম লাভ করে এবং তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এনে দেয় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা, ভক্তি ও সেবা দানের শক্তি।

(৮ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

দেই'না কেন, দিনে বা সপ্তাহে রুটিন করে কিছু বাগান করা, মাটি-প্রকৃতির সাথে সময় দেওয়ার মূল্য দৌলতধনের চেয়েও অনেক। এখন অনেকে বলতে পারেন যে, আমাদের সুযোগ নাই, কারণ জায়গা নাই, জমি নাই, মাটি নাই! এটাও বা কতটুকু সত্য? হয়তো'বা শহরে কিছু মানুষের তা থাকতে পারে কিন্তু যাদের কিছু করার আছে, যারা গ্রামে থাকে তারা কি বা তাদের সন্তানেরা কি আসলেই এখন মাটির কাছে যায়? মাটিকে ভালোবাসে? কাচি ধরতে পারে? মাটি ঘাটতে পারে? গোবর ধরতে পারে? কখন কি চারা লাগাতে হয় জানে? হয়তো'বা অনেকে বলবে এইগুলো কৃষকের কাজ। কৃষকদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন, তাদের উৎপন্ন খাদ্য খেয়েই আমরা বেঁচে আছি। বাইবেলে বলা হয়েছে, 'এই ভূমিতে উৎপন্ন উদ্ভিদ হবে তোমার খাদ্য। তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই আহার করবে যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাও যেহেতু মাটি থেকে তোমাকে তুলে নেওয়া হয়েছে' *(আদি পুস্তক ১৯:২০)*।

প্রযুক্তির আবিষ্কার নিয়ে সারাদিন কাটানোর পর দিন শেষে আমাকে বেঁচে থাকার জন্য খেতে হবে। আর এই খাদ্য মাটি থেকেই আসে, প্রকৃতিরই প্রসাদ। তাই বলছি আমাকে কৃষক হতে হবে না। কিন্তু ঘুরে ফিরে আমরা সবাই কিন্তু কৃষক। আমি মাটি থেকে সৃষ্ট আর এই প্রাণটা কিন্তু মাটির জন্যই বেঁচে আছে, মিশে আছে। প্রতিদিন এই মাটির সাথে সখ-সখ্যতা ও কায়িক শ্রম আমাকে মনের সুখ দিবে, শৃঙ্খলা দিবে, সৎকর্ম শিক্ষা দিবে। মাটি মানুষকে খাট করে না, মানুষকে খাঁটি করে। মাটি মানুষকে ময়লা করে না, মাটি মানুষের মান বাড়ায়। মাটি মানুষকে মলিন করে না, মাটি মানুষকে মসৃণ করে। পরিশ্রম মানুষকে পাকা করে। মাটি-প্রকৃতি মানুষকে হাসতে শেখায়, উদার হতে শেখায়, সুন্দর চিন্তার চেতনা বাড়ায়।

বর্তমানে মাটি প্রকৃতির উপর কত আঘাত হচ্ছে। মাটি নষ্ট করছি, প্রকৃতি ধ্বংস করছি, পানি দূষিত করছি, জলবায়ু দূষিত করছি। আমরা ভুলে যাচ্ছি আমি কিন্তু মাটি থেকে সৃষ্ট, প্রকৃতিই আমার নিবাস। আর এর অপচয়, অপব্যবহার করা ও আঘাত করা, এর ঘৃণা করা অর্থ হলো নিজের স্বত্তা ও অস্তিত্বেরই ক্ষতি ডেকে আনা। এটাই চিরন্তন, 'ঈশ্বর সব সময় ক্ষমা করে, মানুষও সব সময় ক্ষমা করে কিন্তু মাটি-প্রকৃতি কখনো ক্ষমা করে না'।

আমরা যেন মাটি নষ্ট না করি, পানি নষ্ট না করি, প্রকৃতি নষ্ট না করি। একে ভালোবেসে যেন মাটির মানুষ হই।

বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাথলিক সামাজিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবতা

ইম্মানুয়েল চয়ন বিশ্বাস

বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যময় ও প্রাণবন্ত সমাজ যেখানে ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এক গভীর মানবিক ঐতিহ্য। যদিও জনসংখ্যার মাত্র ০.৩০ শতাংশ খ্রিস্টান *(বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস, ২০২২)*, তবুও কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবার মাধ্যমে ন্যায়, মানবিকতা ও শান্তির এক সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কাথলিক সামাজিক শিক্ষা কেবল ধর্মীয় নির্দেশনা নয়, বরং এক বাস্তব সামাজিক দর্শন যা মানুষের মর্যাদা, ন্যায়, ভালোবাসা ও সাধারণ কল্যাণকে একত্রে যুক্ত করে। পোপ ১৪শ লিও যেমনটি বলেছেন, "চার্চ তখনই সমাজে প্রভাব রাখে, যখন সে ক্ষমতার নয় বরং সহমর্মিতার সাথে মানুষের পাশে হাঁটে।"

মানবিক সমাজের নীতি: ভালোবাসা ও ন্যায়ের বন্ধনে এক মানব পরিবার

কাথলিক চার্চের সামাজিক শিক্ষার মর্ম হলো প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং সেই হিসেবে তার মর্যাদা অবিচ্ছেদ্য। এই বিশ্বাস থেকেই গড়ে ওঠে সর্বজনীন কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস তার এনসাইক্লিক্যাল Dilexit Nos (২০২৪)-এ লিখেছেন, "যেখানে ভালোবাসা অনুপস্থিত, সেখানে সমাজ টিকে থাকতে পারে না।" পোপ ১৪শ লিও এই ধারাকে আরও বিস্তৃত করে বলেন, "বিশ্ব এখন এমন এক পুনর্জাগরণের প্রয়োজন অনুভব করছে, যেখানে বিশ্বাস ও যুক্তি একসাথে কাজ করবে মানবকল্যাণে।" বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক বাস্তবতা, যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় সংবেদনশীলতা, এই শিক্ষাগুলোকে আরও জরুরি করে তুলেছে।

১) মানবজীবনের মর্যাদা ও অধিকার: মানবজীবন ঈশ্বরের দান, এটাই কাথলিক সামাজিক শিক্ষার মূলনীতি। কেউ ধনী বা দরিদ্র, নারী বা পুরুষ, প্রতিবন্ধী বা প্রান্তিক, সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী। বাংলাদেশে শিশুশ্রম, নারী নির্যাতন, মানবপাচার, বা রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা আমাদের চেতনা নাড়িয়ে দেয়। পোপ ১৪শ লিও আমাদের সতর্ক করেছেন, "যখন মানুষকে তার উপযোগিতা দিয়ে বিচার করা হয়, তখন মানবতা মরে যায়।" এই শিক্ষা আমাদের আহ্বান জানায়, প্রতিটি মানুষকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দেখতে, যাতে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শান্তির বীজ বপন হয়।

২) পরিবার, কমিউনিটি ও অংশগ্রহণ: পরিবার মানব জীবনের প্রথম বিদ্যালয়, যেখানে ভালোবাসা, ন্যায়, সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ শেখা যায়। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে, বিশেষত শহরকেন্দ্রিক জীবনে, পরিবার অনেক সময় ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর *Fratelli Tutti* (২০২০)-এ বলেন, "আমরা ভাইবোন হিসেবে সৃষ্টি হয়েছি, কিন্তু সেই বন্ধনকে অর্থ ও স্বার্থের দেয়ালে বন্দি করেছি।" পোপ ১৪শ লিও বলেন, "পরিবারের ভিতরে সংলাপের সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার করতে না পারলে জাতি সংহতি হারাবে।" চার্চের পরিবারভিত্তিক প্রার্থনা, এলাকা/পাড়া ভিত্তিক, ও প্যারিশের অনুষ্ঠানগুলো পরিবার ও সমাজে সম্পর্ক পুনর্গঠনের জীবন্ত উদাহরণ- যেখানে ধর্মীয় ঐক্য সামাজিক সংহতিতে রূপ নেয়।

৩) অধিকার ও দায়িত্ব: অধিকার দাবি করার আগে দায়িত্ব পালন করতে শেখানোই এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার নিয়ে আলোচনা যেমন জোরালো, তেমনি দায়িত্ববোধের অভাবও প্রকট। পোপ ১৪'শ লিও বলেছেন, "স্বাধীনতা যদি দায়িত্বহীনতার পথ ধরে, তবে তা শৃঙ্খলার নয়, বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।" অতএব, নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো, এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সত্য ও সততার অনুশীলন।

৪) দরিদ্র ও প্রান্তিকের প্রতি বিশেষ যত্ন: পোপ ষষ্ঠ পল বলেছিলেন, "একটি জাতির অগ্রগতি পরিমাপ করতে হলে দেখতে হবে, সে কীভাবে তার দরিদ্রদের সঙ্গে আচরণ করছে।" বাংলাদেশে দরিদ্র, কর্মহীন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পোপ ১৪শ লিও এই বাস্তবতাকে বিশ্বজনীন দায় হিসেবে তুলে ধরে বলেন, "দারিদ্র্য নির্মূল কোনো অনুগ্রহ নয়; এটি ন্যায়বিচারের দাবী।" কার্ডিনাল পিটার টুর্কসন যুক্ত করেন, "দরিদ্র মানুষের মুখে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি সবচেয়ে স্পষ্ট।" এই দৃষ্টিকোণ থেকেই চার্চ, কারিতাস ও চার্চের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমাজসেবা নয়, বরং সলিডারিটি বা সহভাগিতার মাধ্যমে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, যা কাথলিক সামাজিক শিক্ষার অন্যতম মৌলিক রূপ।

৫) কাজের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার: কাজ কেবল জীবিকা নয়, এটি মানুষের আত্মপরিচয়। কিন্তু বাংলাদেশের বহু শ্রমিক, বিশেষত নারী শ্রমিকরা, অমানবিক পরিবেশে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৪৯ শতাংশ হয়েছে। পোপ দ্বিতীয় জন পল তাঁর *Laborem Exercens* (১৯৮১)-এ বলেন, "কাজের মর্যাদা মানে শ্রমিকের মর্যাদা।" পোপ ১৪শ লিও তাঁর সাম্প্রতিক এক বক্তব্যে যোগ করেছেন, "শ্রমিককে যদি কেবল উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখা হয়, তবে অর্থনীতি ন্যায় হারায় এবং শান্তির শিকড় শুকিয়ে যায়।" বাংলাদেশে ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ হবে।

৬) ঐক্য ও সহানুভূতির সংস্কৃতি: ধর্ম, মতাদর্শ ও রাজনীতির বিভাজনে আজকের সমাজ প্রায়ই বিদীর্ণ। কাথলিক সামাজিক শিক্ষা আমাদের আহ্বান জানায়, "অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট হিসেবে অনুভব করো।" এটাই সলিডারিটি যেখানে ভালোবাসা শুধু আবেগ নয়, কর্মের আহ্বান। পোপ ১৪শ লিও বলেছেন, "একটি জাতির প্রকৃত শক্তি তার সামরিক বাহিনীতে নয়, বরং তার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধায়।" বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, যৌথ উদ্যোগ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচেষ্টা এই শিক্ষার প্রাণবন্ত উদাহরণ। যখন মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান তরুণরা একসাথে বৃক্ষরোপণ করে, রক্তদান করে বা দরিদ্রের পাশে দাঁড়ায়, ধর্মীয় উৎসব পালন করে, সমাজের সংকটে একত্রে আলোচনা করে হাতে হাত মিলায় তখনই গড়ে ওঠে সত্যিকারের জাতীয় ঐক্য।

৭) ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন: "পৃথিবী আমাদের সকলের ঘর"- এই কথাটি *Laudato Si* (২০১৫)-এর মূল বক্তব্য। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ জলবায়ু

পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত হয় *(সূত্র: আইডিএমসি রিপোর্ট ২০২৩)*। এটি কেবল পরিবেশগত নয়, এক মানবিক সংকটও। পোপ ফ্রান্সিস এবং তাঁর উত্তরসূরি ১৪শ লিও দু'জনেই বলেছেন, "প্রকৃতিকে ভালোবাসা মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভালোবাসা।" পোপ ১৪শ লিও সতর্ক করে বলেছেন, "জলবায়ু সংকট শুধুমাত্র বিজ্ঞান নয়, এটি নৈতিক প্রশ্ন- আমরা কি ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছি না?" বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ ইতিমধ্যে *Laudato Si' Action Platform* এর মাধ্যমে সবুজ চার্চ ক্যাম্পাস, সৌর শক্তি ব্যবহার, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সচেতনতা প্রচারণা শুরু করেছে, যা বিশ্বাস ও বাস্তবতার এক মেলবন্ধন।

কাথলিক সামাজিক শিক্ষা ও আধুনিক ধর্মতত্ত্ব: সমাজ পুনর্গঠনের আহ্বান:

আধুনিক ধর্মতত্ত্ব বলে, বিশ্বাস যদি সমাজ পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা না দেয়, তবে তা কেবল আচার। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, যেখানে সমাজ রাজনৈতিক বিভাজন, দারিদ্র্য ও নৈতিক অবক্ষয়ে আক্রান্ত, সেখানে কাথলিক সামাজিক শিক্ষা এক নবজাগরণের আলো হতে পারে। পোপ ১৪শ লিও বলেছেন, "চার্চ কোনো ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; সে হলো মানবতার সহযাত্রী।" এই দৃষ্টিভঙ্গিই আজ আমাদের প্রয়োজন, একটি চার্চ, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, মানবিক সহায়তা ও সংলাপের মাধ্যমে সমাজে ন্যায় ও শান্তির সেতুবন্ধন গড়ে তুলবে। বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় ছোট হলেও তাদের অবদান বিশাল। কারিতাস, চার্চ, স্কুল ও হাসপাতালগুলো যে মানবিক মূল্যবোধ বহন করছে, সেটাই শান্তির বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

শান্তি প্রতিষ্ঠার কৌশলগত পথ: নিম্নোক্ত কৌশলগত কার্যক্রম বর্তমান বাস্তবতায় দেশে শান্তি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে-

১. নৈতিক ও শান্তি শিক্ষা: স্কুল ও কলেজে 'শান্তি, সহনশীলতা ও সামাজিক ন্যায্যতা শিক্ষা' চালু করে তরুণদের মানবিক মূল্যবোধে শিক্ষিত করা।

২. আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: ধর্মীয় নেতাদের যৌথ কর্মসূচি- দারিদ্র্য বিমোচন, বৃক্ষরোপণ, ও মানবাধিকার সুরক্ষায় সম্মিলিত ভূমিকা।

৩. যুব নেতৃত্ব উন্নয়ন: যুবকদের নৈতিক সাহস, স্বেচ্ছাসেবা ও নাগরিক দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. পরিবেশ ন্যায়বিচার: গ্রাম ও শহর পর্যায়ে সবুজ উদ্যোগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু সচেতনতা ক্যাম্পেইন চালানো।

৫. শান্তি ও পুনর্মিলন প্রচেষ্টা: সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে সংলাপ, পরামর্শ ও পুনর্মিলনের উদ্যোগে চার্চের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

ভালোবাসা থেকেই শান্তির জন্ম

শান্তি কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়; এটি হৃদয়ের অবস্থা, যা ন্যায় ও ভালোবাসার ফল। পোপ ১৪শ লিও বলেছেন, "যেখানে ন্যায় নেই, সেখানে শান্তি স্থায়ী নয়; যেখানে ভালোবাসা নেই, সেখানে ন্যায়ও শুষ্ক হয়ে যায়।" কাথলিক সামাজিক শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শান্তি শুরু হয় একটি হৃদয় থেকে, তারপর তা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে এই শিক্ষার বাস্তবায়ন হবে এমন একটি সমাজ গড়া, যেখানে প্রতিটি মানুষ মর্যাদাপূর্ণ, প্রতিটি পরিবার আশার প্রতীক, আর প্রতিটি ধর্ম ভালোবাসার ভাষায় কথা বলবে।

"শান্তি তখনই জন্ম নেয়, যখন মানুষ ক্ষমা করতে শেখে এবং ভালোবাসাকে জীবনের আইন হিসেবে গ্রহণ করে।"- পোপ ১৪শ লিও।

20th Death Anniversary

J.M.J.
With Loving Memory of our Mommy,
Purabi Agnes Gomes

Date & Place of Birth: 13th April 1944, Mongla, Khulna.

Died On: 28th November 2005 in Dhaka and Buried in Satkhira.

Mommy,

Two decades have passed since you left us, yet your love continues to bloom in our hearts.

Though your physical presence is gone, your spirit surrounds us-in our thoughts, our prayers, and the values you instilled in us.

We miss your voice, your warmth, and your unwavering strength.

You were our guiding light, and even now, we feel your gentle hand leading us forward.

We believe you are embraced by the Heavenly Father, reunited with Daddy, watching over us with love.

May your soul rest in eternal peace. With love and remembrance,

Your Children, Sons-in-law, Daughters-in-law & Grandchildren's.

বিজ্ঞ/২৭১/২৫

ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মার্গারেট কস্তা
জন্ম : ১৭ অক্টোবর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রতি সেকেন্ডেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে কোন না কোন মানুষ! আমরা প্রত্যেকেই মৃত্যুর লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের সিরিয়ালের জন্য অপেক্ষা করছি!

মা-কে মনে পড়ে আমার
মা-কে মনে পড়ে।
তার মায়ায় ভরা সজল বীথি,
সে-কী কভু হারায়,

'মা' এক শব্দের একটি বিশাল আকাশ! যে আকাশ আমাদের মাথার উপর সব সময় থাকে। সে আকাশ অসীম, শেষ নেই, যেখানে আমরা বুক ভরে শ্বাস নিতে পারি।

আজ আমাদের স্নেহময়ী "মা" এর ষষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকী, গভীর শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় 'মা' তোমাকে স্মরণ করি। প্রার্থনা করি, পরম করুণাময় ঈশ্বর, তোমার আত্মাকে যেন স্বর্গের অনন্ত শান্তি দান করেন। আমেন।

তোমারই স্নেহের সন্তানেরা
মুক্তা নীলয়, নন্দা, গুলশান।

বিজ্ঞ/২৭২/২৫

উপন্যাস

তিন বুড়োর গল্প

যোসেফ শরৎ গমেজ

(গত ৪০ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

নাস্তা খাওয়া শেষ হলে বিপিন বলে, চল আমরা দোতালার বেলকনিতে যাই। ওখানে আমি বসার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি। বেলকনিতে বসে ইছামতি নদী দেখা যাবে। আগেকার দিন হলে অনেক যাত্রীবাহী লঞ্চ, বড় বড় ধান বোঝাই নৌকা দেখা যেতো। এখন শুধু নদী আছে নাম মাত্র। বিপিনের বাড়িটা ইছামতির পাড়ে বলেই এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কমল বসতে বসতে বলে সত্যি অসাধারণ দৃশ্য। এখন বর্ষাকালে নদীর পানি ফুলে উঠেছে। নদী ভরে উঠেছে। শংকর বলে এখনও পুরোপুরি বর্ষা হয়নি। বিপিন বলে দেখ এবার বর্ষায় বন্যা হয় কিনা কিছুই তো বলা যাবে না। সুহাসিনী এক মগ পানি আর একটি গ্লাস টেবিলের উপর রেখে চলে যায়। বিপিন মগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে ঢগ ঢগ করে খেয়ে নেয়। তারপর শংকরকে বলে, এখন তো তুমি অবসর নিয়েছ, এরপর তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? শংকর বলে, এই তো সবে মাত্র এলাম কিছুই ঠিক করিনি। পারিবারিক, সামাজিক অবস্থা দেখি। পরিবারে সবাইকে নিয়ে বসি আলাপ আলোচনা করি। তারপর দেখা যাবে। তোমরা আছ তোমাদের সাথেও আলাপ করবো।

সর্বোপরি দেশের যে বর্তমান অবস্থা, হুট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবেনা। তা যা বলেছ দেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। সামনে কি হবে বলা যায় না। আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় খুব চিন্তা ভাবনা করে আমাদের পা ফেলতে হবে। কমলের এই কথার সমর্থনে বিপিন বলে, আমরা দিন দিন দূর্বল হয়ে পড়ছি। আমাদের একতা সংঘবদ্ধতা খুব তাড়াতাড়ি আমরা হারিয়ে ফেলছি। আমরা পরনির্ভরশীল হয়ে পরছি। কমল বলে কিন্তু কেন? আমাদের দুর্বলতা কোথায়। কমলের কথা শুনে বিপিন বলে দুর্বলতা আছে। শুধু দুর্বলতাই নয় আরো অনেক বিষয় আছে যা আমরা বুঝি না বুঝতেও চাই না। যার ফলে আমাদের সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক বাঁধনও আমাদের দায়বদ্ধতা আমরা ভুলতে বসেছি।

বিপিনের কথা শুনে শংকর বলে, সামাজিক আর পারিবারিক দায়বদ্ধতার কথা যে তুমি বলছ এসব বিষয় আমরা কিই বা করতে পারি? সমস্যাতো আমাদের একার নয় সারাদেশ ব্যাপী সব জাতির মানুষের মধ্যে এই সমস্যা। আমরা কিভাবে এর সমাধান করবো? বিপিন বলে, সারাদেশ ব্যাপী নয় সারা পৃথিবী ব্যাপী। তাই বলে আমরা হাত, পা, গুটিয়ে বসে বসে দেখবো? আমরা কি ভাল থাকার চেষ্টা করবোনা? কমল বলল, কিভাবে? ঠিক এমন সময় বিপিনের মেয়ে পুজা এক প্লেট তালের বরাপিঠা ছোট টেবিলের উপর রেখে বলল কাকুরা, মা বানিয়েছে খেয়ে দেখ খুব মজার পিঠা। কমল একটা পিঠা মুখে দিয়ে বলে, সত্যিই তো খুব মজার পিঠা। কমলকে খেতে দেখে শংকর আর বিপিনও খেতে থাকে। তিন জনেই মজা করে এক প্লেট বরাপিঠা খেয়ে ফেলে। পিঠা খাওয়ার পর বিপিন আবার বলতে থাকে। দেখ ভালো থাকাটা নিজের পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। কি রকম? শংকর জানতে চায়। বিপিন বলে, তাহলে আমাদের কমলকে দিয়ে শুরু করি। কমল ঠিক মতো পড়াশুনা করে এস.এস.সি পাশ করে, তারপর বি.এ পাশ করল। সেই কমলই ছাত্র হিসেবে ইংরেজীতে ভাল থাকায় হলিক্রসে ইংলিশ টিচার হিসেবে সুযোগ পেয়ে যায় এবং যথেষ্ট সুনামও অর্জন করে। এসবের পেছনে কমলের মা বাবার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। তারা শিক্ষিত না থাকলেও সন্তানদের সঠিক গঠন দিতে পেরেছে। তারপর কমল বিয়ে করে স্বাবলম্বী হলো। সংসার বড় হতে লাগল। তিনজন ছেলে-মেয়ের পেছনে খরচ বেড়ে গেল। কমল উপার্জন বাড়াতে শুরু করল। রাতদিন স্কুল পড়িয়ে টিউশনি করে সন্তানদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে থাকে। সন্তান বড় হতে লাগল ঠিকই। বাবার আদর যত্ন আর অনুশাসনের বাইরে থাকে সন্তানের মা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আমরা সবাই জানি কমলের ছোট ছেলে অভিষেকের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা যা মেনে নেওয়া যায় না। এতে শুধু কমল ও তার পরিবার দায়ী নয়। দায়ী আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। বিপিন আবার বলতে থাকে, তোমাদের মনে আছে আমরা যখন ছোট ছিলাম, স্কুলে যেতাম, তখনকার সময়ে আমাদের সমাজ এবং ক্লাব খুব শক্তিশালী ছিল। কোন অন্যায় হলে সমাজ এবং ক্লাব একত্রে বসে সমাধান দিতো। এখন সমাজ নির্জিব হয়ে পড়েছে। আর ক্লাবগুলোর কর্মকাণ্ড মুখ থুবড়ে পড়েছে। মনে হয় ক্লাবগুলো আর জীবিত নেই। সেই মৃত ক্লাবগুলোর মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে যুব সংঘ। সেই যুব সংঘে জড়িয়ে আমাদের যুবসমাজ পথ হারিয়ে ফেলেছে। অন্য দিকে সমাজ আর পরিবারের মধ্যে ঢুকে গেছে মাদক। মাদক তৈরী ও বিস্তারের গতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের নীতি নির্ধারক ও প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই নির্জীব হয়ে গেছে। তারা চোখ তুলে দেখতেও চাননা। এরকম অবস্থা থেকে আমাদের কে উদ্ধার করবে? কিভাবে আমরা এর হাত থেকে মুক্তি পাব? আমরা এখন এক ভাসমান পদার্থের মত ভেসে আছি। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সুহাসিনি এসে বিপিনের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, তোমাদের তিন বুড়োর গল্প কি শেষ হলো? হঠাৎ এমন একটা কথা শুনে শংকর বলে, আচ্ছা বউদি আমাদের দেখে তোমার মনে হয় আমরা বুড়ো হয়ে গেছি? না-না তোমরা বুড়ো হবে কেন তোমরা তো যুবক। তারপর হাসতে হাসতে বলে শংকরদার মাথার চুল কালো করলে ৩০/৩৫ বছরের যুবক বলেই মনে হবে। সুহাসিনির কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠে। কমল বলে, তাহলে বউদি তুমি একথা কেন বললে তোমাদের তিন বুড়োর গল্প শেষ হলো? কমলের কথা শুনে সুহাসিনি মৃদু হেসে বলে, আমি দু'বার এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের কথাবার্তা শুনে বুঝেছি তোমরা শুধু বুড়োদের কথাই বলছ। তাতেই আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা যা বলছ তা তোমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছ। তোমাদের এই খিচুরী এখনকার জামানায় কেউ খাবেনা।

সুহাসিনীর কথা শুনে শংকর বলল, বউদি তোমার কথা হয়তো ঠিক আছে তবে আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলো এড়িয়ে যাবার উপায় আছে কি? বিপিন যা বলছিল তা আমাদের জীবনেরই কথা। আমরা কে কতটুকু জীবনটাকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে পেরেছি সেই কথাই হচ্ছিল। আমাদের তিন বন্ধুর মধ্যে বিপিনই সুন্দর সার্থকভাবে সংসারটাকে গড়ে তুলেছে। শংকরের কথা শুনে বিপিন বলে, না-না এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। আমার সংসারটা যা কিছু হয়েছে তার অবদান সবটাই সুহাসিনীর। বিপিনের একথা শুনে সুহাসিনী বলে, তোমাদের এ গল্প এখন থামাও। মেয়ে, মেয়ের জামাই নাতি-নাতনী সবাই খাবার টেবিলে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এখন চল সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে এসে আবার গল্প করতে পারবে।

সবাই উঠে আসে খাবার টেবিলে। বিপিনের মেয়ে জামাই নাতী, নাতনী এদের সবাইকে এক সঙ্গে খাবার টেবিলে দেখে শংকর আর কমল অবাক হয়ে যায়। বিষয়টি আন্দাজ করতে পেরে বিপিন বলে, খাবারের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে আমাদের পরিবারে। আমরা যে যেখানেই থাকিনা কেন খাবারের সময় আমরা সবাই এক সঙ্গে খেতে বসি। কমল মনেই করতে পারেনা কবে কোন দিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে বসে

খাওয়া দাওয়া করেছে। টেবিলে সাজানো খাবারগুলো দেখে শংকর আর কমল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, ইলিশ মাছ ভাজা, সর্ষে দিয়ে ইলিশ মাছের কারী, গরুর মাংস ভুনা, মুরগীর কারী, চিংড়ি মাছ দিয়ে পাট শাকের ঝোল, আবার পায়েস। খেতে খেতে কমল বলল, বউদি তুমি কয়দিনে এতসব রান্না করেছ? কেন? গতকাল যখন তোমার বন্ধু আমাকে জানালো তোমরা আসবে তখন থেকেই।

শংকর খেতে খেতে বলে, কমল আজ আর বাড়ী যাওয়া যাবে না। খাওয়া দাওয়া করে এখানেই থেকে যাব। তুমি আমার বাড়ীতে মিথিলাকে একটা ফোন দাও। বল আগামীকাল বিপিন আর সুহাসিনির বিবাহ বার্ষিকী তুমি অঞ্জনাকে নিয়ে সকালে এসো। শংকরের কথা শুনে জয় আর বর্ষা জোরে হাত তালি দিতে দিতে বলে, গ্রেট দাদু গ্রেট। তোমার জবাব নেই। বিপিন বলে উঠলো, আচ্ছা তুমি জানলে কিভাবে? আগামীকাল আমাদের বিবাহ বার্ষিকী? বউদির হাতে মজার রান্না খেয়ে তোমাদের খুশী করার জন্য এই মিথ্যে কথাটি বললাম। সুহাসিনী বলে আরে না-না তুমি তো মিথ্যে বলনি। আসলেই আগামীকাল আমাদের বিবাহ বার্ষিকী। বিপিন বলে, হ্যাঁ এটা আমাদের আগেরই প্লান ছিল। তোমাদের আগেই কিছু জানাব না। আগে জানালে তোমরা তো আজকে আসতেনা। আগামীকালই আসতে। আজকের মত এত সুন্দর এত স্মৃতিময় আড্ডাও হতো না। কমল বলে, তাহলে বউদি আমাদের বিশ্রামের ঘরটা দেখিয়ে দাও। সুহাসিনী বলে তোমাদের বিশ্রামের ঘর একদম প্রস্তুত। বিপিন বলে, চল তোমাদের ঘরে নিয়ে যাই।

এমন সময় শংকরের মোবাইল ফোন বেজে উঠে। পকেট থেকে ফোন বের করে হ্যালো বলতেই অন্যপ্রান্ত থেকে কান্না জড়িত কণ্ঠে মিথিলা বলে উঠে, ওগো তুমি শীঘ্র চলে এসো। বাড়িতে পুলিশ রেড করেছে। আমাদের ছেলে রনি আর ওর বন্ধুদের পুলিশ এরেস্ট করেছে। ওদের খুব মারধোর করছে। ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে কি যেন খুজঁছে। তুমি শীঘ্র চলে এসো। শংকর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ওর মাথা ঘুরতে থাকে। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে, পা দুটো যেন অবশ হয়ে আসছে ওর এই অবস্থা দেখে কিংশুক তাড়াতাড়ি এসে শংকরকে ধরে ফেলে। তারপর ধীরে ধীরে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। বিপিন মাথার উপর ফ্যানটা জোরে চালিয়ে দেয়। সুহাসিনী এক গ্লাস পানি ঢেলে শংকরকে খাওয়ায়। বিপিন পূজাকে বলে প্রেসার মাপার যন্ত্রটা নিয়ে আসতে। পূজা শংকরের প্রেসার মেপে দেখে ১৭০/৮০ বিপিন বলল, ভয়ের কিছু নেই। সবাই ওকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেয়। কমল ওর মাথার কাছে বসে থাকে। হঠাৎ করে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলনা কেউই। হঠাৎ ঘরের মধ্যে স্তব্দতা নেমে আসে। কারও মুখে কথা নেই। এমনি কিছুক্ষণ নিরবতার পর হঠাৎ শংকর উঠে বসে। কমল ওর মাথার কাছে ছিল। শংকরকে উঠে বসতে দেখে বলে, তুমি উঠলে কেন? আরও একটু বিশ্রাম নাও। না এখনই আমাকে বাড়ি যেতে হবে। বিপিন বলে, কি হয়েছে কোন খারাপ কিছু? শংকর মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ পুলিশ বাড়ি রেড করেছে। কেন? জানিনা ছেলে রনিকে আর ওর বন্ধুদের এ্যারেস্ট করেছে। ঘরে ঢুকে সারা বাড়ী তছনছ করেছে। আমাকে এখনই যেতে হবে। বিপিন বলে ঠিক আছে আমিও যাবো তোমাদের সাথে, এরপর কিংশুককে বলে, ফোন করে মনাকে বলো ইজিবাইক নিয়ে আসতে। (চলবে)

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

১১ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অ-লাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সদস্যভিত্তিক সংস্থা হিসাবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, কিশোর/যুব নারী ও শিশুর জীবনের পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সংস্থাটি আদর্শ মানুষ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	সহকারী শিক্ষক (প্লে - ২য় শ্রেণি)	২ জন (নারী প্রার্থী)	- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ, বি.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২.	সহকারী শিক্ষক (গণিত)	১ জন	- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স, বি.এড/ এম.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩.	সহকারী শিক্ষক (বাংলা)	১ জন	- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স, বি.এড/ এম.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪.	সহকারী শিক্ষক (আইসিটি)	১ জন	- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স, বি.এড/ এম.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৫	সহকারী শিক্ষক (পদার্থ বিজ্ঞান)	১ জন	- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স, বি.এড/ এম.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।
২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র সংযুক্ত করতে হবে।
৩. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।
৪. জীবন-বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

সম্পূর্ণ আবেদনপত্র আগামী ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ এর মধ্যে নিম্নে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

(খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)। কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে।

YWCA

সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড
ঢাকা-১২০৫

বিজ্ঞ/২৭০/২৫

আলোচিত সংবাদ

লটারির মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, আবেদন শুরু ২১ নভেম্বর

গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি হবে লটারির মাধ্যমে। ঢাকা মহানগর ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ২১ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ভর্তির আবেদন করতে পারবে। সম্ভাব্য ডিজিটাল লটারির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। ১০ নভেম্বর, (সোমবার) ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা মহানগর ভর্তি কমিটির সভা শেষে এসব তথ্য জানান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ভর্তি মাধ্যমিক শাখার পরিচালক ও কমিটির সদস্য অধ্যাপক খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল। তিনি জানান, এবারও লটারি প্রক্রিয়ায় কারিগরি সহায়তা দেবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মোবাইল অপারেটর টেলিটক, এবং পুরো প্রক্রিয়াটি অনলাইনে সম্পন্ন হবে। আগে প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করার জন্য পরীক্ষা না নিয়ে লটারি করা হতো। করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে সব শ্রেণিতে লটারি প্রক্রিয়া চালু হয়, যা এবারও অনুসরণ করা হচ্ছে। লটারি ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও সহজ হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সবাই সমান সুযোগ পাচ্ছে এবং তা শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্যও সুবিধাজনক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:https://rtvonline.com/education/353321

রাজধানীর সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা জোরদার করেছে সরকার

রাজধানীতে সাম্প্রতিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। একই সঙ্গে ধর্মীয় সহাবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিঘ্ন ঘটানোর যেকোনো চেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে বলে জানিয়েছে সরকার। সোমবার ১০ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই অবস্থান জানানো হয়। এদিকে, রাজধানীতে ককটেল হামলার ঘটনায় ২৮ বছর বয়সী এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। প্রাথমিক তদন্তে তাকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। সন্দেহভাজনকে কাকরাইলের সেন্ট মেরি'স ক্যাথেড্রাল ও সেন্ট যোসেফ'স স্কুলে বিস্ফোরণসহ একাধিক ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। র‍্যাব ও ডিএমপি যৌথ অভিযান চালিয়ে সকল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে কাজ করছে। সোমবার (১০) সকালে রাজধানীর চারটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। মোহাম্মদপুরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এবং লেখক ফরহাদ মজহারের প্রতিষ্ঠান 'প্রবর্তনা'র সীমানার ভিতরে ও বাইরে দু'টি বিস্ফোরণ ঘটে। মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং ধানমণ্ডি ২৭ ও ৯ নম্বরের প্রধান সড়কে দু'টি করে বিস্ফোরণ ঘটেছে। কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। সরকার ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় শহরের সব গির্জা ও উপাসনালয়ে নিরাপত্তা জোরদার করেছে।

তথ্যসূত্র: https://www.ekushey-tv.com/national/1360873111111168386

সিরিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের নতুন যুগের সূচনা

সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী ও উন্নত করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ও আলোচনার অংশ ছিল। আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিরিয়ার ওপর আরোপিত সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নতুন ছাড়পত্র জারি করেছে। এটি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতনের পর দুই দেশের মধ্যে 'নতুন যুগের সূচনা' হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে দামেস্কের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী ওয়াশিংটন। আল-শারার এ সফর পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সিরিয়ার অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি তার অবিশ্বাস্য রূপান্তরও তুলে ধরেছে। একসময় আল-কায়েদা নেতার ভূমিকায় থাকা আল-শারা এখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলছেন। বৈঠকের পর ট্রাম্প আল-শারার প্রশংসা করে বলেন, "তিনি কঠিন জায়গা থেকে এসেছেন এবং একজন কঠিন মানুষ। আমরা সিরিয়াকে সফল করতে যা কিছু করা দরকার, তা করব। এখন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বিরাজ করছে, যা আগে কল্পনাও করা যেত না।" এ সফর সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের অবসান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে।

তথ্যসূত্র:https://dainikamadershomoy.com/details/019a62a998ba

প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকদের বেতনস্কেল এক ধাপ উন্নীত

দেশের ৬৫ হাজার ৫০২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের জন্য বড় সুখবর দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। সব প্রধান শিক্ষকের বেতনস্কেল ১১তম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে মন্ত্রণালয়টি। সোমবার (১০ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ) অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত চিঠি জারি করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. মাহবুবুল আলমের সই করা চিঠিতে বলা হয়েছে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সম্মতির ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন কাঠামো অনুযায়ী, প্রধান শিক্ষকদের বেতন হবে ১৬,০০০ থেকে ৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০), যা পূর্বে ছিল ১২,৫০০ থেকে ৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)। পদগুলো 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫'-এর আওতায় পূরণ করা হবে। অর্থ বিভাগের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নতুন গ্রেড কার্যকর করতে বিদ্যমান সব বিধিবিধান ও প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এই সিদ্ধান্তে দীর্ঘদিন ধরে বেতন কাঠামো উন্নয়নের অপেক্ষায় থাকা প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছে।

তথ্যসূত্র:https://www.ittefaq.com.bd/761302

দিল্লির লাল কেল্লার কাছে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণ

দিল্লির লাল কেল্লার কাছে একটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত নয়জন নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১১) সকালে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে বিবিসি। বিস্ফোরণের পর পুরো ভারতে জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। দিল্লি পুলিশের মুখপাত্র সঞ্জয় ত্যাগী জানান, একটি হুন্ডাই আই-টুয়েন্টি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে, যেখানে তিনজন ছিলেন। কাছের হাসপাতালে অন্তত ৩০ জন আহতের চিকিৎসা চলছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিস্ফোরণ এতটাই তীব্র ছিল যে আশপাশের ভবনের জানালাগুলো কেঁপে ওঠে। ঘটনার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধীসহ দেশ-বিদেশের নেতারা শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। দিল্লি, মুম্বাই ও কলকাতায় বাড়তি নিরাপত্তা জারি হয়েছে; বিমানবন্দরেও কড়া নজরদারি চলছে। মার্কিন দূতাবাস লাল কেল্লা ও চাঁদনি চক এলাকায় মার্কিন নাগরিকদের না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। অন্যদিকে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ আলাদা অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও অস্ত্র উদ্ধার করেছে এবং সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে, তবে এর সঙ্গে দিল্লির বিস্ফোরণের সরাসরি সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তথ্যসূত্র:https://www.ittefaq.com.bd/761253

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পোপ: যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বে, আসুন আমরা ভ্রাতৃত্বের নির্মাতা হই

গত শনিবার (৮) দূত সংবাদ প্রার্থনা পরিচালনার আগে পুণ্যপিতা পোপ চর্তুদশ লিও বলেন, সমুদয় সাধুগণের সংযোগের এই রহস্য এক জীবন্ত স্মৃতি, যা "আজ আমরা গভীরভাবে অনুভব করি" এবং এই মহান ঘটনাকে উদযাপন করতে মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। তারপরেও বর্তমানের সংঘাত ও অন্যায্যতার কারণে উদযাপনের আশা বিঘ্নিত হলেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মানব পরিবারকে ভ্রাতৃত্বের নির্মাতা হতে আহ্বান করা হচ্ছে।

নিখিল সাধুসাধ্বীর মহোৎসব উপলক্ষে সাধু পিতরের মহামন্দিরের চত্বরে দূত সংবাদ প্রার্থনার আগে পোপ চর্তুদশ লিও ভবিষ্যতের আনন্দময় বাস্তবতা এবং বর্তমানের কঠিন বাস্তবতাগুলোর মধ্যে এক তুলনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজকের এই উৎসব আমাদের দৃষ্টি স্বর্গের দিকে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বাস্তবতা নির্দেশ করে– যা আমাদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে থাকার আনন্দের সহভাগী করে, যে ঈশ্বর সকল মানুষের মাঝে বিদ্যমান। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও আমরা যখন বিভিন্ন মুখের বহুমাত্রিক সৌন্দর্যকে চিনতে পারি ও প্রশংসা করি, তখন তা খ্রিস্টের মুখের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে।" এই দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ, আজকের বিশ্বের মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে তীব্র ও বেদনাদায়ক বৈপরীত্য সৃষ্টি করে বলে জানান পোপ মহোদয়। ও ক্ষত-বিক্ষত এই বিশ্বের নিরাময়ের জন্য পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় ধন্যা কুমারী মারীয়া ও সকল সাধু-সাধ্বীদের মধ্যস্থতার উপর আস্থা রাখেন।

চার্চ অফ ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিদলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন: দূত সংবাদ প্রার্থনার আগে পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও যুক্তরাজ্যের ইয়র্কের আর্চবিশপ স্টিফেন কটরেলসহ চার্চ অফ ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, তাদের উপস্থিতি সম্প্রতি ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে সিস্টিন চ্যাপেলে অনুষ্ঠিত "ঐতিহাসিক প্রার্থনা সভা"-র আনন্দকে আবারও জাগিয়ে তুলেছে। পুণ্যপিতা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে নবঘোষিত 'মণ্ডলীর আচার্য' সাধু জন হেনরি নিউম্যান "খ্রিস্টানদের পূর্ণ ঐক্যের পথে সহযাত্রী হবেন।"

রেস অফ দ্য সেইন্টস্ এর সাথে সংহতি: শেষে পোপ মহোদয়, রেস অফ দ্য সেইন্টস্ ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারী সকলকে শুভেচ্ছা জানান। রেস অফ দ্য সেইন্টস্ হলো এমন একটি ইভেন্ট যা ক্রীড়া এবং সবচেয়ে অবহেলিত শিশুদের প্রতি সংহতিকে একত্র করে। ডন বস্কো মিশনির আয়োজনে এটি এখন সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং রোমের ঐতিহাসিক কেন্দ্র জুড়েই সাধারণত এ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর, জুবিলী উপলক্ষে, ম্যারাথন দৌড়ের পথ বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে–যা চিরন্তন নগরী রোমের চারটি পাপাল ব্যাসিলিকাকে সংযুক্ত করছে।

এআই শিল্পে 'নৈতিক বিচক্ষণতা' গড়ে তোলার আহ্বান পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিওর

বিশ্বজুড়ে দ্রুত বিকাশমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিতে 'নৈতিক বিচক্ষণতা' গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন ক্যাথলিক চার্চের প্রধান পোপ চতুর্দশ লিও। শুক্রবার (৭) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি এআই নেতা ও উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে বলেন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ঈশ্বরের সৃষ্টির কাজের অংশ হতে পারে, তবে এর সঙ্গে গভীর নৈতিক ও আত্মিক দায়বদ্ধতা জড়িত। পোপ লিও বলেন, প্রতিটি ডিজাইনের সিদ্ধান্ত মানবতার এক দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে। তাই চার্চ আহ্বান জানাচ্ছে, এআই নির্মাতা ও কোম্পানিগুলো যেন তাদের কাজের কেন্দ্রে নৈতিক বিচক্ষণতাকে স্থান দেয়, যাতে তৈরি প্রযুক্তি ন্যায়, সংহতি ও মানবজীবনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতিফলন ঘটায়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'বিল্ডার্স এআই ফোরাম ২০২৫'-এ পাঠানো বার্তায় তিনি আরও বলেন, এআই গবেষণাকে কেবল বিনিয়োগ বা ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসেবে না দেখে মানবকল্যাণকেন্দ্রিক ও চার্চ নির্ভর উদ্যোগে রূপ দিতে হবে। এ মন্তব্য এসেছে এমন সময়ে, যখন গুগল, মাইক্রোসফট, মেটা ও ওপেনএআইসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 'যুগান্তকারী' এআই প্রযুক্তি বিকাশে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। পোপ সতর্ক করেছেন, এই প্রতিযোগিতায় নিরাপত্তা উপেক্ষা করা হলে তা চাকরি, অর্থনীতি ও মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য গুরুতর হুমকি হতে পারে।

চ্যালেঞ্জে পূর্ণ এই সময়ে খ্রিস্টকেই কেন্দ্রে রাখুন: পোপ লিও

পুণ্যপিতা পোপ লিও গত ১১ নভেম্বর, রোজ মঙ্গলবার, রোমের আবেনটাইন ছোট পাহাড়ে অবস্থিত সাধু আনসেলমোর গির্জার ১২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর স্মরণে উৎসর্গীকৃত খ্রিস্টযাগে বেনেডিকটাইন ধর্মসংঘের সদস্যদের আহ্বান করেন চ্যালেঞ্জেপূর্ণ এই সময়ে তারা যেনো খ্রিস্টকে জীবনের কেন্দ্রে রাখেন। তিনি বলেন, আমরা হঠাৎ যে পরিবর্তনগুলোর সাক্ষী হচ্ছি তা আমাদেরকে নাড়িয়ে দেয় এবং এমনসব প্রশ্ন জাগায় যা আগে কখনো দেখা যায়নি। তাই আজকের এই উদ্‌যাপন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রেরিতশিষ্য পিতরের মতো এবং তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে সাধু বেনেডিক্ট ও তাঁর সঙ্গীরা যেমনি আমরাও তেমনি যিশুকে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে স্থান দিয়ে আহ্বানের দাবির প্রতি সাড়া দিতে পারি। আর সে জীবনযাপন শুরু হয় আমাদের এই বিশ্বাস থেকে যা যিশুকে ত্রাণকর্তা বলে স্বীকৃতি দিতে শেখায় এবং প্রার্থনা, অধ্যয়ন ও পবিত্র জীবনযাপনে সে অঙ্গীকারে রূপান্তরিত হই।

অন্ধকার সময়েও মঠগুলো শান্তি নিয়ে এসেছে: পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও উল্লেখ করেন, তাঁর পূর্বসূরী ত্রয়োদশ লিও বেনেডিক্টাইন কনফেডারেশন ও এই কমপ্লেক্সের বিকাশ সাধনে কতটা দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন।কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাধু বেনেডিক্টের ধর্মসংঘ চ্যালেঞ্জেপূর্ণ উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীতে উত্তরণে জগতের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য এক বড় সহায়ক হতে পারে। পোপ মহোদয় জোর দিয়েই বলেন, মঠাশ্রম এর সূচনা থেকেই ' সম্মুখসারিতে' থেকে কাজ করে চলেছে। যা সাহসী নারী-পুরুষদের অনুপ্রাণিত করছে দূরবর্তী ও দুর্গম স্থানেও প্রার্থনা, শ্রম ও দয়ার কেন্দ্র স্থাপন করতে। ফলশ্রুতিতে নির্জন দুর্গম এলাকা অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে হয়ে উঠেছে উর্বর ভূমি। এমনিভাবেই মঠ ধীরে ধীরে উন্নয়ন, শান্তি, আতিথেয়তা ও ঐক্যের স্থানে পরিণত হয়েছে।

- তথ্যসূত্র : news.va

দুর্দিনের সঙ্গী

ক্ষুদীরাম দাস

গ্রামের এক কোণে, সবুজ মাঠের ধারে ছোট্ট একটি বাড়িতে থাকতেন জন ম্যাথু। বয়স ষাটের কাছাকাছি হলেও তার হাসি আর হৃদয়ের উষ্ণতা তাকে তরুণ মনে হতো। জন ছিলেন একজন খ্রিস্টান, গ্রামের গির্জায় নিয়মিত যেতেন, প্রার্থনা করতেন। তার ছোট্ট জমি আর দু'টি গরু ছিল জীবিকার ভরসা। স্ত্রী মার্থা দশ বছর আগে মারা গেছেন, সন্তান ছিল না। তবে তার আত্মীয়-স্বজনের অভাব ছিল না। তার ভাইপো পিটার, ভাগ্নে জেমস আর দূর সম্পর্কের বোন মেরি ছিলেন তার খুব কাছের। সুখের দিনে তারা জনের বাড়িতে আসতেন, একসঙ্গে বড়দিন উৎসব পালন করতেন, গির্জায় প্রার্থনা করতেন, হাসি-আড্ডায় সময় কাটাতেন। জনও তাদের মন থেকে আপন মনে করতেন।

কিন্তু জীবন সবসময় সুখের পথে চলে না। এক বর্ষায় নদীর বাঁধ ভেঙে জনের জমি তলিয়ে গেল। গরু দু'টিও মরে গেল। রাতারাতি তার সব শেষ হয়ে গেল। দিন দিন অভাব বাড়তে লাগল। যিনি একসময় গ্রামের অভাবীদের সাহায্য করতেন, তিনি নিজেই অসহায় হয়ে পড়লেন। প্রথমে পিটার, জেমস আর মেরি এসে খোঁজ নিতেন, কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে তাদের আগমন কমে গেল। ফোন করলে পিটার বলত, "কাকা, আমি শহরে ব্যস্ত, ব্যবসার কাজ। তুমি একটু দেখো।" জেমসের ফোন বন্ধ থাকত। মেরি ফোন ধরলেও কথা এড়িয়ে যেত। জনের বুক ভারী হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন, "এরাই আমার আত্মীয়, তবে কেন এখন এত দূরে?"

একদিন জন জ্বরে পড়লেন। শরীর দুর্বল, পেটে খাবার নেই। তিনি পিটারকে ফোন করলেন, কিন্তু পিটার ব্যস্ততার অজুহাত দিলেন। জেমসের ফোন বন্ধ, মেরি উত্তর দিলেন না। জন প্রার্থনা করলেন, "হে ঈশ্বর, আমাকে পথ দেখাও।" ঠিক তখনই গ্রামের এক দূর সম্পর্কের প্রতিবেশি, এলিজাবেথ, খবর পেয়ে ছুটে এলেন। এলিজাবেথের সঙ্গে তার তেমন যোগাযোগ ছিল না। তবু তিনি জনের অসুস্থতার খবর শুনে চুপ থাকতে পারেননি।

এলিজাবেথ নিজের টাকায় ওষুধ কিনে আনলেন, রান্না করে জনকে খাওয়ালেন। গ্রামের ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। রাতে জনের পাশে বসে তিনি বাইবেল থেকে পড়লেন, "তোমার প্রতিবেশিকে তুমি নিজের মতো ভালোবাসো, যেমন আমি তোমাদের ভালোবেসেছি।" জন অবাক হয়ে বললেন, "তুমি আমার কেউ না, তবু তুমি আমার জন্য এতকিছু করছ কেন?" এলিজাবেথ হেসে বললেন, "জন, খ্রিস্টের শিক্ষা তো ভালোবাসা আর সেবার। আত্মীয়তা রক্তে নয়, হৃদয়ের।"

কিছুদিন পর জন সুস্থ হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যারা দুর্দিনে পাশে থাকে না, তাদের আত্মীয় বলে গণ্য করার দরকার নেই। পিটার, জেমস আর মেরির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করা বন্ধ করে দিলেন। তিনি বুঝলেন, আত্মীয়তা শুধু নামে নয়, কাজে আর হৃদয়ের টানে। এলিজাবেথ আর গ্রামের কিছু সাধারণ মানুষ, যারা গির্জায় একসঙ্গে প্রার্থনা করত, তারাই জনের সত্যিকারের আপন হল। এখন জন আবার হাসেন। তার ছোট্ট বাড়িতে এলিজাবেথ আর গ্রামের মানুষের আনাগোনা লেগেই থাকে। প্রতি রোববার গির্জায় গিয়ে তিনি প্রার্থনা করেন, "হে ঈশ্বর, যারা আমার পাশে ছিল, তাদের জন্য ধন্যবাদ।" তিনি বুঝেছেন, দুর্দিনে যারা এড়িয়ে চলে, তাদের ভুলে যাওয়াই শ্রেয়। আর যারা হৃদয় দিয়ে পাশে থাকে, তারাই সত্যিকারের আত্মীয়।

শিক্ষা: আত্মীয়তা রক্তের সম্পর্কে নয়, হৃদয়ের ভালোবাসায় আর কাজের প্রমাণে। দুর্দিনে যারা পাশে থাকে, তারাই খ্রিস্টের শিক্ষার সত্যিকারের অনুসারী ও আপনজন।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

অরিন রোজারিও

মোবাইল

মিল্টন রোজারিও

আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত
হাতে নিয়ে মোবাইল,
এক মিনিট চোখ যায় না সরানো
হাতে রয়েছে মোবাইল।
ঘুমে ঘোরে টিকটক দেখি
হাতে নিয়ে মোবাইল,
নাস্তা খাবার সময় হয় না
হাতে রয়েছে মোবাইল।
পড়তে বসলে মন বসে না
হাতে থাকে মোবাইল,
খেলা-ধুলার সময় হয় না
হাতে রয়েছে মোবাইল।
ইজিবাইক, মেট্রোরেলে চলি
হাতে নিয়ে মোবাইল,
শপিং মলে বাজারে গেলে
হাতে থাকে মোবাইল।
ঘড়ি খবর সবই দেখি
হাতে থাকে মোবাইল,
ফুটবল ক্রিকেট খেলা দেখি
হাতে নিয়ে মোবাইল।
ওয়াশরুমে সময় কাটে
হাতে নিয়ে মোবাইল,
সময়টা এখন ভালোই যায়
হাতে থাকলে মোবাইল।
মায়ের খবর ভাইয়ের খবর
সবই দেয় মোবাইল,
আলসেমিতে পেয়ে বসেছে
হাতের এই মোবাইল।
আগের দিনে হেঁটে বেড়াতাম
হাতে ছিল না মোবাইল,
পরস্পরের দেখা হতো
বাঁধ সেঁধেছে মোবাইল।
মোবাইল একটি জ্ঞানের ভান্ডার
যে জানে সে খোঁজে,
জ্ঞানীর খবর জ্ঞানী রাখে
যে জানে সে বোঝে।

খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী ২০২৫ জাতীয় পর্যায়ে জুবিলী উদ্‌যাপিত

ফাদার আলবার্ট রোজারিও: গত ০৮ নভেম্বর, শুক্রবার, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকার রমনা আর্চবিশপস্ হাউজে বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলীর আয়োজনে জাতীয়ভাবে জুবিলী উদ্‌যাপিত হয়। দেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী, প্রতিষ্ঠান থেকে, সমতল ভূমি, পাহাড়ি এলাকা, চা বাগান, সমুদ্র উপকূল অঞ্চল, বরেন্দ্র ভূমি, বাঙালি, আদিবাসী ভাইবোনেরা এক কাতারে মিলিত হয়ে সম্মিলিতভাবে এই জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন করেন। ঢাকার আর্চবিশপ হাউজের আঙ্গিনা বহু মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে। বাংলাদেশের সকল বিশপ, কার্ডিনাল, পুণ্যপিতার প্রতিনিধি, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও প্রায় ৫০০ জন খ্রিস্টভক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল চত্বরে প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিশপ সুব্রত বি গমেজ শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন। তিনি বলেন– জুবিলী বর্ষ পবিত্র ও পুণ্য বর্ষ, অনুগ্রহ লাভের বর্ষকাল। জুবিলী বর্ষ হলো অন্যের প্রতি ভালবাসা প্রকাশের, জীবন মূল্যায়নের এবং মিলন ও ভ্রাতৃত্ব প্রকাশের মহোৎসব। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে জুবিলী উৎসব সার্থক হোক, মিলন বন্ধন সুদৃঢ় হোক, নানা ধরণের প্রতিকূলতার মধ্যেও আনন্দ আশায় ভরে উঠুক আমাদের প্রত্যেকের মনপ্রাণ। আমরা বিশ্বাসে, ভালবাসায়, একতায় বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন করতে এখানে মিলিত হয়েছি।

উদ্বোধনী বক্তব্যের পরে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ও বিশপ শরৎ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, জুবিলী পতাকা উত্তোলন করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি ও বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু এবং সিবিসিবি পতাকা উত্তোলন করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও ও বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি। এরপর কবুতর উড়ানো হয় এবং পরে আর্চবিশপ সুব্রত হাওলাদার সিএসসি ও বিশপ সুব্রত বি গমেজ জুবিলীর বিশেষ বেলুন উড্ডয়ন করেন।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই, জাতীয় পর্যায়ে জুবিলী উদ্‌যাপন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, আশার তীর্থযাত্রী - আনন্দ ও মিলন উৎসব- এর জুবিলীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

পরে পুণ্য দরজা দিয়ে নিরবে একে একে সবাই তীর্থস্থান সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল গির্জায় প্রবেশ করেন। গির্জা ঘরে প্রবেশের পর সুন্দর ও অর্থপূর্ণ প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয়। প্রার্থনা পরিচালনা ছিলেন জুবিলী উপাসনা কমিটি।

প্রার্থনা অনুষ্ঠানের পরপরই বাংলাদেশের সকল বিশপদের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশপ পল পনেন কুবি। তিনি বলেন– আজকের এই দিন আমাদের জন্য আনন্দময় ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এ বৎসরটা ছিল আমাদের জন্য আশার বর্ষকাল। আশা কখনো কাউকে নিরাশ করে না। আমাদের যে আশার আলোক শিখা দেওয়া হয়েছে তা আমাদের অবশ্যই প্রজ্বলিত করতে হবে। উন্মুক্ত মনোভাব, বিশ্বাসী হৃদয় ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সকলকে নতুন শক্তি ও নতুন বিশ্বাস অর্জনে সহায়তা করতে হবে।

বিশপ পনেনের মূল্যবান বাণী উপস্থাপনার পর বিশপ ইম্মনুয়েল রোজারিও মূল বিষয়ের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন– জুবিলী বর্ষ উদ্‌যাপনের অর্থ হলো, ঈশ্বরের মূল পরিকল্পনায় ফিরে আসা। এটাই আমাদের জুবিলী উৎসবের মূল চেতনা। এই জায়গাটায় আসতে হবে যদি আমরা মিলন ও অনন্দের বাস্তব অভিজ্ঞতা উপলব্ধি ও লাভ করতে চাই। মণ্ডলী হচ্ছে তীর্থযাত্রী মণ্ডলী। আর এই মণ্ডলী স্বর্গ রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং খ্রিস্টকে কেন্দ্র করে মণ্ডলী সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই যাত্রা তাই বিশ্বাস, আশা এবং ভালবাসার একটা যাত্রা। খ্রিস্টকে ছাড়া এই যাত্রা হতে পারে না।

বিশপ ইম্মানুয়েলে বক্তব্যের পর চা-বিরতি দিয়ে শুরু হয় একজন ফাদার, একজন সিস্টার, এক জোড়া দম্পতি ও প্রতিবন্ধী ভাইয়ের জুবিলী বর্ষের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা। তাদের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা ছিল খুবই হৃদয়স্পর্শী ও আকর্ষণীয়।

এরপর আর্চবিশপ বিজয় অন্যান্য বিশপ ফাদারদের সঙ্গে নিয়ে জুবিলী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে আর্চবিশপ বিজয় বলেন– জুবিলী হলো আনন্দের প্রতীক ও উৎসবের সময়। এটা একটি বিশ্বাস বর্ষ। কৃপা লাভ ও পাপ মুক্ত হওয়ার বিশেষ সময়। আর্চবিশপ খ্রিস্টীয় জীবনে আশা ও প্রত্যাশার বিষয়টি খুবই বাস্তব ও সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নায় জীবনের কোন অবস্থাতেই আশাহত হলে চলবে না। সবকিছুর মধ্যে লুকিয়ে আছে আশার দিক। আশাবাদী হওয়ার অনেক কিছু আমাদের আছে। খ্রিস্টযাগের পরে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ও পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি কেভিন রান্ডাল শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং সিবিসিবি'র সহকারী সেক্রেটারী ফাদার তুষার গমেজ ধন্যবাদ বক্তব্য দেন। দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্য দিয়ে জুবিলী উৎসব সমাপ্ত হয়।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হলো মধ্য ভিকারিয়ার জুবিলী সমাপনী অনুষ্ঠান

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও: গত ৩১ অক্টোবর নবাই বটতলা রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থস্থানে অনুষ্ঠিত হলো রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মধ্য ভিকারিয়ার জুবিলী সমাপনী মহোৎসব। জুবিলী সমাপনী উৎসবে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ, ফাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ান ও মধ্য ভিকারিয়ার বিভিন্ন ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সকাল ৮:৩০ মিনিটে আনন্দ র‍্যালির মাধ্যমে জুবিলী উৎসবের শুভ সূচনা হয়। আনন্দ র‍্যালির পরপরই জুবিলী স্মারক ক্রুশ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করেন বিশপ জের্ভাস ও অন্যান্য ফাদারগণ। এরপর ফাদার উইলিয়াম মুর্মু জুবিলীর তাৎপর্য ও গুরুত্বের ওপর সহভাগিতা করেন। অতঃপর রোজারিমালা ও পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়। সকাল ১১:৩০ মিনিটে জুবিলী মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশ নেন অন্যান্য ফাদারগণ। বিশপ জের্ভাস তার উপদেশ বাণীতে বলেন, জুবিলী হলো মন-

পরিবর্তন ও ত্যাগস্বীকারের সময়। জুবিলী বর্ষ আমাদের আহ্বান করে অন্ধের কাছে আশার বাণী ঘোষণা করতে। বিশেষত যারা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যাওয়া আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। জুবিলী বর্ষে আমরা আশা নিয়ে যাত্রা করছি। এ পৃথিবীতে আমরা অনেক কিছুর আশা করি কিন্তু আমাদের একমাত্র আশা হওয়া উচিত পিতার সাথে মিলিত হওয়া। পিতার সাথে মিলিত হওয়ার আশা পূরণের জন্য আমাদের তাঁর দেখানো পথে চলতে হবে। যিশুখ্রিস্ট আমাদের প্রত্যেককে তার শিষ্য হতে আহ্বান করেন তাই আমাদেরও উচিত তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পবিত্র জীবনযাপন করা। পরিশেষে, মধ্য ভিকারিয়ার আহ্বায়ক ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী জুবিলী উৎসব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য পিতা পরমেশ্বর ও যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শিক্ষা-সাহিত্য, বিজ্ঞানমেলা, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৫

অ্যান্থনি সজীব: গত ৫ ও ৬ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট যোসেফ'স স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হলো "শিক্ষা-সাহিত্য, বিজ্ঞানমেলা, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান"। অনুষ্ঠানের প্রথমদিন অনুষ্ঠিত হয় মাধ্যমিক শাখার সম্মানিত শিক্ষক শিবদাস স্যানাল স্যার এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেন সেন্ট যোসেফ'স স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ফাদার দীলিপ এস কস্তা এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ড. ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শিবদাস স্যানাল স্যার বলেন, এই প্রতিষ্ঠান সব দিক দিয়ে অত্র এলাকার এমন একটি স্থানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছে যে তা আর কখনোই কোথাও আটকাবে না। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই এই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি বর্তমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা আমার শেষ ব্যাচ। তোমরা প্রতিজ্ঞা করো যে তোমরা মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে। যেন যে কোনো জায়গায় গেলে মানুষ তোমাদের আদর্শ জোসেফাইট হিসেবে চিনতে পারে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব আসমা শাহীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাবা জান্নাত আরা ফেরদৌস, বড়াইগ্রাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাবা লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌসসহ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অধ্যক্ষ ড. ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। বিজ্ঞানমেলায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন এবং পদার্থ, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, আইসিটি, কৃষি, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রজেক্ট উপস্থাপন করেন। এরপর মধ্যাহ্নভোজ এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথমদিনের মাধ্যমিক শাখার বিজ্ঞানমেলা সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠানের ২য় দিন, ৬ নভেম্বর কলেজ এবং প্রাথমিক শাখার শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমেলা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার দীলিপ এস কস্তা। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ড. ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। বিজ্ঞানমেলায় বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পঠিত বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানকে বাস্তবভিত্তি স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ভিত্তিতে উপস্থাপনার সুযোগ লাভ করে। তাদের মধ্যে অনেকেই সেন্ট যোসেফ'স স্কুল এন্ড কলেজে এ ধরণের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে। পরিশেষে, পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে দুইদিন ব্যাপী আয়োজিত বিজ্ঞানমেলা সমাপ্ত হয়।

ভাটারা ঐশ করুণা গীর্জা'য় হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

ফাদার শিশির কোড়াইয়া: গত ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই ঐশ করুণা গীর্জা, ভাটারা'য় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে ৫০ জন ছেলে-মেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন। প্রার্থীদের প্রস্তুতিস্বরূপ ৩০ অক্টোবর প্রার্থীদের অভিভাবকসহ পাপস্বীকারের ব্যবস্থা করা হয়। হস্তার্পণ সংস্কার প্রদানের পবিত্র খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ মহোদয়ের সাথে ফাদার শিপন পিটার রিবেরু, ফাদার এলিয়াস টিওআর এবং ফাদার শিশির কোড়াইয়া'সহ বেশ কয়েকজন সিস্টার ও সেমিনারীয়ানসহ প্রায় চারশতাধিক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ মহোদয় তাঁর উপদেশে হস্তার্পণ সংস্কারের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, হস্তার্পণ সংস্কার লাভ করার মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিস্টের সৈনিক, শিষ্য ও সেনা হয়ে উঠি। সেই সাথে আমাদের জীবনের পবিত্র আত্মার ভূমিকা বিষয়ে তুলে ধরেন। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে ফাদার শিপন পিটার রিবেরু সবাইকে সকল কিছু'র জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারী ছেলে-মেয়েদের নিকট দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাদেরকে সার্টিফিকেট, উপহার ও টিফিন প্রদানের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিশেষ ঘোষণা

বিশেষ কারণে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র আগামী সংখ্যা (২৩-২৯ নভেম্বর ২০২৫) প্রকাশ করা হবেনা। পরবর্তী সংখ্যাগুলো যথারীতি প্রকাশ হবে। বড়দিন সংখ্যার জন্য লেখা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

-সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

LAMB – Employment Opportunity

LAMB is a well-run major mission **Hospital, Community Health Development, Training** and **Research** organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.
There is a vacancy for the following regular position based at LAMB Hospital, Parbatipur, Dinajpur.

Position: Internal Auditor **Post: 2 (Male/Female)**

Job Summary: The Internal Auditor is responsible for planning, executing and reporting on operational, financial regulatory and compliance related audits of LAMB departments and projects including government compliance, under the direction of the Finance Director (or Executive Director in his/her absence). Review and examine data, looking for patterns and identifying shortages and loss. Report in English, findings, conclusions and/or recommendations for improvements of processes and procedures (based on policy and best practice) to management of department and projects. Improve LAMB operations through recommendations for bringing systematic and disciplined approaches to the effectiveness of risk management and control processes. Provide support whenever needed or as required by the Finance Director and the Executive Director.

Essential Requirements: Master's degree in Finance or Accounting. CACC registered auditor will be given preference. At least 3 to 5 years working experience in internal auditing or over 10 years' experience with multiple donors or projects. Good understanding and training on various kinds of Government laws/ regulations such as VAT and Tax, income tax, etc. Ability to scrutinize large amounts of data and to compile detailed reports. High attention to detail and excellent analytical skills. Preference will be given with external auditing experience in a creditable audit firm in Bangladesh. A valid motorcycle driving license is required. Willingness to travel and stay overnight in field centres as required

Age: Maximum 45 Years.

Salary: Minimum Tk. 30,000 per month Gross or equivalent to approximately Tk. 4,18,484 per annum, inclusive of all benefits. The remuneration package includes a provident fund, festival allowance once per year, medical benefits, critical illness and death benefits, and recreation.

Job Location: Parbatipur, Dinajpur.

Qualified candidates are requested to apply with a cover letter along with an updated CV (mentioning two references name), all educational & experience certificates, NID and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively, email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

Application Deadline: 23 November 2025.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified.

"Potential woman candidates are strongly encouraged to apply"

LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

LAMB is a smoke- free organization.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

Follow us: bdjobs.com LinkedIn **www.lambproject.org**

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ/২৬৮/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো		৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো		২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো		১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো		১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো		৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য। বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ৪১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 41
Regd. No. DA-33
✦ 16 - 22 November 2025, ১ - ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

"সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি"

সোসাইটির মঠবাড়ী প্লট প্রকল্প - ০১

ব্লক-এ, ব্লক-বি, ব্লক-সি, ব্লক- ডি, ব্লক-ই, ব্লক-এফ

প্লটের সাইজ: ৩ কাঠা / ৫ কাঠা / ৭ কাঠা

এখনই বাড়ী নির্মাণ করার উপযোগী

প্লট সংখ্যা সীমিত

এককালীন অথবা কিস্তিতে
প্লট বরাদ্দ চলছে

"হাউজিং সোসাইটিতে বিনিয়োগ দৃশ্যমান বিনিয়োগ"

HOTLINE
01623222555

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

বিজ্ঞ/২৬৭/২০২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org